বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>236 >>26 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৩৬ >> << ২৬শে, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

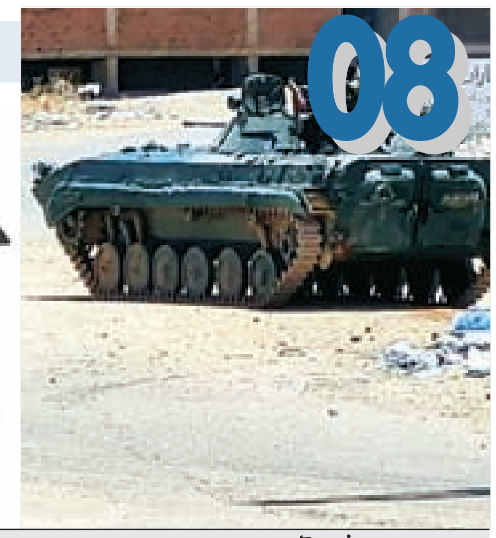

ভারতে সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়লেও জিনিসের দাম বাড়ে না

কলকাতা (গৌতম হোড়) : ভারতের জিনিসের দাম বাড়াকমার সঙ্গে সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়াকমার বিশেষ যোগ নেই।

১৪২ কোটির দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে সরকারি কর্মীর সংখ্যা তিন কোটির মতো (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকলেজের শিক্ষক, অধ্যাপকদের ধরে)। সংখ্যার হিসাবে তারা নগন্য। এখানেই শেষ নয়, ১৪ লাখ সেনাসহ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীর সংখ্যা ৪৮ লাখ। এর মধ্যে যারা খুব বেশি মাইনে পান, সেই উচ্চপদস্থ আমলাদের সংখ্যা দুই দশমিক আট শতাংশ মাত্র। তাদের বলা হয় গ্রুপ এ কর্মী। আর নিচের তলার কর্মী, যাদের গ্রুপ সি ও ডি বলা হয়, তাদের সংখ্যা প্রায় ৮৯ শতাংশ। তাদের বেতনের সঙ্গে ছোট বা বড় আমলার বেতনের কোনো তুলনাই চলে না। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে এখন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে ন্যূনতম বেতন হলো ১৮ হাজার টাকা। আর আইএএসেরন (ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ সার্ভিস) সচিব পর্যায়ের অফিসারদের বেতন মাসে আড়াই লাখ টাকা। তার সঙ্গে অবশ্য সরকারি গাড়িবাড়িসহ কিছু সুযোগ সুবিধা আছে।

এর পাশাপাশি অন্যদিকের ছবিটা দেখুন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (আইআইটি) পাস করে যারা বেরোচ্ছে, তাদের অনেকে চাকরিজীবন শুরুই করছে বছরে এক কোটি টাকার বেতন দিয়ে। একদিন আগেই আইআইটি চেন্নাইয়ের প্রধান হাসিমুখে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়ে জানাচ্ছিলেন, তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এবার ২৫ জন ছাত্রছাত্রী বছরে এক কোটি টাকা বেতন নিয়ে বিভিন্ন সংস্থায় ঢুকছে। সব আইআইটি মিলিয়ে প্রতিবছর প্রচুর ছাত্রছাত্রী বছরে এক কোটি টাকার বেশি প্যাকেজ নিয়ে চাকরিজীবন শুরু করছে। ক্যাবিনেট সচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা চাকরি জীবনের শেষে এসে যে অর্থ পাচ্ছেন, তার থেকে চারগুণ অর্থ নিয়ে এই ছাত্রছাত্রীরা চাকরিজীবন শুরু করছে। দিল্লির ভালো ভালো কলেজ থেকে অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক হওয়ার পরই ছেলেমেয়েরা রাশি রাশি বেতন পাচ্ছে। লেডি শ্রীরাম কলেজ থেকে বছরে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা বেতন নিয়ে চাকরিতে ঢোকা কোনো ব্যাপার নয়। যে কোনো বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর ভালো কলেজগুলি থেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে ১২ থেকো ২০ লাখ টাকার প্যাকেজ নিয়ে চাকরিতে যোগ দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আইটি, অর্থলগ্নি সংস্থা, বিপিও, বড় কর্পোরেট, বহুজাতিক সংস্থা এমনকী স্টার্ট আপ, ব্যাংকের মতো বিভিন্ন সংস্থা তাদের কর্মীদের সরকারের তুলনায় অনেক বেশি বেতন দেয়। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটু সিনিয়র পর্যায়ের অধ্যাপকেরা মাসে আড়াই লাখ টাকা করে পাচ্ছেন। ফলে একটা সময় সরকারি চাকরি নিয়ে যে উন্মাদনাটা ছিল, তা আর এখন নেই। কারণ, সরকারি চাকরির থেকে অনেক বেশি টাকা পাওয়া যাচ্ছে বেসরকারি কোম্পানিতে। ভারতে আবার যখন তখন সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ে না। প্রতি দশ বছর পর পর বেতন কমিশন গঠন করার কথা। তাদের সুপরিশ অনুসারে সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ার কথা। সপ্তম বেতন কমিশন সরকারি কর্মীদের বেতন অনেকখানি বাড়িয়েছিল। আর সেই টাকা দিতে গিয়ে প্রবল অসুবিধায় পড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অধিকাংশ রাজ্য সরকার তো তারপর আর নিয়মিত ডিএ দিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে ডিএর দাবিতে সরকারি কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনে নেমেছেন। সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হয় ২০১৪ সালে, তাদের রিপোর্ট কার্যকর হয়েছিল ২০১৬ সালে। এখন আবার অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের দাবি উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবিতে এখনো পর্যন্ত কান দেয়নি। কোনো রাজ্য সরকারই এতে আগ্রহী নয়। কারণ, প্রতিটি রাজ্য সরকার আর্থিক সংকটে আছে। তারা আর বোঝা বাড়াতে চায় না। তাই প্রতিবছর যতজন সরকারি কর্মী অবসর নিচ্ছেন, ততগুলি পদ ভর্তি করা হচ্ছে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলিয়ে লাখ লাখ পদ খালি। কিন্তু সরকার সমানে কর্মী তকমাতে চাইছে। এমনিতে সরকারি কর্মীদের প্রতি বছর তিন শতাংশ হারে বেতন বাড়ে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে মানানসই ডিএ বাড়ার কথা।

(শেষ পৃষ্ঠা ০২এ)

ভারতে বাতিল হবে না ৫০০ টাকার নোট জানিয়ে দিলেন আরবিআই গভর্নর

নয়া দিল্লিঃ ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে 'নোটবন্দি'র কথা ঘোষণা করেন। জানান, কালোবাজির রুখতে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। চালু করা হয় নতুন ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই ঘোষণা করে যে, তারা বাজারে যে দু' হাজার টাকার নোট ছেড়েছিল, সেগুলি তুলে নেবে। নতুন করে আর ছাপানো হবে না এই গোলাপি নোট। এই ঘোষণার পরপরই প্রশ্ন ওঠে, ২ হাজারের পাশাপাশি, ৫০০ টাকার নোটও তুলে নেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা নিয়ে। প্রশ্ন জাগে ফের কি ১০০০ টাকার নোট চালু হওয়া নিয়েও। বৃহস্পতিবার ৮ জুন এব্যাপারে আরবিআইয়ের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, তাঁদের ৫০০ টাকার নোট তুলে নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, বাজারে ১০০০ টাকা আনার কোনও পরিকল্পনা নেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। গত ৬ জুন থেকে শুরু হয়েছিল আরবিআইয়ের মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার এই বৈঠক শেষে আরবিআই গভর্নর জানান, ৫০০ টাকার নোট তুলে নেওয়ার বা ১০০০ টাকা চালু করার কোনও পরিকল্পনা এখনই নেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। তাই অযথা চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, এদিন শক্তিকান্ত এও বলেন, ইতিমধ্যেই ২০০০ টাকার নোটের ৫০ শতাংশ বাজার থেকে ফিরে এসেছে। বাজারে মোট ৩ লাখ ৬২ হাজার কোটি টাকার মূল্যের ২ হাজার টাকার নোট ছাড়া হয়েছিল। তারমধ্যে ১ লাখ ৮ হাজার কোটি টাকা উঠে এসেছে। তিনি আরও বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি নোট ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যাঙ্কে ২০০০ টাকার নোট ফেরতের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে আরবিআই। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার ৫০০ ও ১০০০ টাকা বাতিলের কথা ঘোষণা করে। তারপর টাকার চাহিদা পূরণ করতে বাজারে ২০০০ টাকার নোট নিয়ে আসে আরবিআই।

বাইডেন, সুনাক পরিবেশবান্ধব জ্বালানি এবং এআই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন

ওয়াশিংটন : বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তাদের দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছেন। তাঁরা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি স্থানান্তরকে ত্বরান্বিত করার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বাইডেন সুনাকের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সংবাদদাতাদের জানান তারা দুই নেতা ইউক্রেনের জনগণের প্রতি অটুটসমর্থন নিয়েও আলোচনা করেছেন। হোয়াইট হাউজে আসা বিশ্ব নেতাদের কাছে এমন একটি সুযোগ বিরল।

বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আটলান্টিক ডিক্লারেশেন প্রকাশ করেছেন।সুনাকের মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির নিরাপওার মতো বিষয়গুলির উপর প্রথম এই ধরনের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গঠিত হল যা ভবিষ্যত নির্মাণে সহায়ক হবে। সুনাক বলেন, আমি জানি কিছু লোক ভাবছে যে ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কি ধরনের অংশীদার হবে।আমি বলব, আমাদের কাজ দেখে বিবেচনা করুন। আমরা আমাদের মূল্যবোধের প্রতি বরাবরের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বরাবরের মতো মিত্রের মতো নির্ভরযোগ্য, বরাবরের মতোই আকর্ষণীয় বিনিযোগের গন্তব্য এটি।

বাইডেন অর্থনৈতিক সম্পর্কের গভীরতাকে শক্তির বিশাল উৎস হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন যা নেটো মিত্রদের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করেছি যে কীভাবে আমরা আমাদের অংশীদারিত্বকে খাপ খাইয়েনিতে এবং উন্নত করতে পারি যাতে আমাদের দেশগুলি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের দোরগোড়ায় থাকে তা নিশ্চিত করতে পারি।

পঞ্চায়েত নির্বাচন

পঞ্চায়েত ভোটের আগে ইডি দপ্তরে গিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই

পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও অনলাইন মনোনয়ন চেয়ে মামলা

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, ''ত্রিপুরায় তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়নি। আর আইনে কোথাও বলা নেই যে, সর্বদলীয় বৈঠক করতেই হবে।''

কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে ৮ জুলাই। এ ঘোষণার পরেই সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সুযোগ ও নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন চেয়ে মামলা করেছে বিজেপি ও কংগ্রেস।

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা করলেন নবনিযুক্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিং। পাঁচ বছর আগের মতো একদফায় ৮ জুলাই ভোট হবে। গণনা হবে ১১ জুলাই। শুক্রবার থেকে মনোনয়ন জমা দেয়া শুরু হবে। ১৫ জুন পর্যন্ত তা চলবে। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের এই ঘোষণা বিরোধীদের খুশি করতে পারেনি। কারণ, দিন ঘোষণার আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, পুলিশকে দিয়েই ভোট করানোর কথা বলেছেন। অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা করা যাবে কিনা, সেটাও তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেই ঠিত করবেন বলে জানিয়েছেন। এরপরই শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে আলাদা করে জনস্বার্থ মামলা করে বিজেপি ও কংগ্রেস। কংগ্রেসের আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ও বিজেপির আইনজীবী শ্রীজীব চত্রবর্তী প্রধান বিচারপতির কাছে মামলার দ্রুত শুনানির অনুরোধ করেন এবং প্রধান বিচারপতি তা মেনেও নিয়েছেন। শুক্রবার থেকেই শুনানি শুরু হবে। পাঁচটা দাবি নিয়ে দুই দল আদালতে গেছে। মনোনয়ন পেশের জন্য খুব কম সময় দেয়া হয়েছে, সর্বদলীয় বৈঠক না ডেকে দিন ঘোষণা করা হয়েছে, অনলাইন মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। গতবার সহিংসতার জন্য বহু কেন্দ্রে বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেনি। তখন আদালতই অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বলে। ভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। আর শুধু জেলার কেন্দ্রীয় অফিস নয়, জেলা বিচারক ও নির্বাচন কমিশনের অফিসে মনোনয়ন পেশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার চার ঘণ্টা ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে জেরা করেছে ইডি। এরপর তারা অভিষেককেও জেরার জন্য ডেকে পাঠায়। কিন্তু অভিষেক বলেছেন, নবজোয়ার যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইডির কাছে যেতে পারবেন না। অভিষেককে ডাকা হয়েছিল ১৩ জুন, সকাল ১১টায়। কিন্তু অভিযেক বলেছেন, ''ইডি যখনই ডাকবে, তখনই যেতে হবে, তা হয় না। পঞ্চায়েত ভোটের আগে ইডি দপ্তরে গিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই। পঞ্চায়েত ভোটের পর যখন ডাকবেন, যাবো।'' অভিযেক দাবি করেন, রুজিরাকে জেরা শেষ করার ১৫ মিনিটের মধ্যে তাকে ডাকা হয়েছে। তিনি বলেন, ''যদি ওরা নথি চান তো পাঠিয়ে দেব। আসলে আমাকে এবং স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে হেনস্থা করা হচ্ছে।''

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''সর্বদলীয় বৈঠক না ডেকে পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণা মানে রাজ্যে গণতন্ত্রের উপর আঘাত। তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।'' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, ''তিন হাজার পুলিশ অভিষেকের কাগজের ব্যালট রক্ষা করতে পারছে না। একদিনে এত বড় নির্বাচন ওরা করে দেবে?''

ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি : ব্লিংকেন

রিয়াদ : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনবৃহস্পতিবার বলেছেন, জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটকে (আইএস) পরাজিত করার ক্ষেত্রে লড়াই এখনও শেষ হয়নি। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ৮০ সদস্যের গ্লোবাল কোয়ালিশনের ডিফিট আইএসসিসএর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের শুরুতে ব্লিংকেন বলেন,ইরাক ও সিরিয়ায় আঞ্চলিক পর্যায়ে গোষ্ঠীটির পরাজয় ঘটেছে, তাদের নেতাদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বড় ধরনের হামলা প্রতিরোধ করা গেছে। তবে ইসলামিক স্টেট গ্রুপকে স্থায়ীভাবে শেষ করার জন্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যে মনোনিবেশ করতে হবে ব্লিংকেন তা তুলে ধরেন। তিনি ইরাক ও সিরিয়ার জন্য ৬০কোটি ডলার সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেছেন। আইএস গোষ্ঠী তাদের যোদ্ধা নিযোগের ক্ষেত্রে যেসব জিনিষকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে তা মোকাবেলায় সহায়তা করাসহ সামাজিক পরিষেবারজন্য অর্থায়ন এবং অপরাধের জবাবদিহিতানিশ্চিত করাতে ঐ অর্থ ব্যবহার করা হবে।

বাজার দর

SENSEX : 62625.63 -223.01
NIFTY : 18563.40 -71.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .34 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .01 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর — সংক্ষিপ্ত খবর

সুদানের যুদ্ধে ব্যাপক যৌন সহিংসতার অভিযোগ

খার্তুমঃ জয়নাব যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানের রাজধানী থেকে নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন একজন আধাসামরিক যোদ্ধা তাকে মাটিতে চেপে ধরে, তার বুকের উপরে রাইফেল চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কয়েক ডজন নারী একই ধরনের হামলার কথা জানিয়েছেন এই হামলা হয়েছে তাদের বাড়িতে, রাস্তার ধারে এবং হোটেলগুলোতে। সুদানের যুদ্ধে অন্তত ১ হাজার ৮শ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং ১৫ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সংঘাতের ভয়াবহতা প্রচুর যৌন সহিংসতার কারণে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণে বেঁচে যাওয়া মানুষ, চিকিৎসক এবং কর্মীরা যারা এএফপির সাথে কথা বলেছেন, তারা একথা জানান। সুদানের সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেলফাত্তাহ বুরহান এবং জেনারেল মোহাম্মদ দাগালোর নেতৃত্ব আরএসএফ উভয়েই তাদের শত্রুদেরকে এ ধরনের হামলার জন্য অভিযুক্ত করেছে। মানবাধিকার আইনজীবী জেহান হেনরি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষই অতীতে যৌন সহিংসতার কুখ্যাত কাজ করেছে। সরকারি কমব্যাটিং ভায়োলেন্স এগেইন্সট উইমেন এন্ড চিলড্রেন ইউনিট যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে ৪৯টি হামলা নথিভুক্ত করেছে। সবচেয়ে খারাপ লড়াই চলছে খার্তুম এবং দারফুর অঞ্চলে। সেখানে প্রাক্তন স্বৈরশাসক ওমর আলবশির একবার কুখ্যাত জানজাওয়েদ মিলিশিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। সেখান থেকে আরএসএফের উদ্ভব। চিকিৎসকরা বলছেন, হাসপাতালগুলো ভাংচুর বা ধ্বংস করা হয়েছে বলে অনেক ভুক্তভোগী কোনো সেবা পান না। মারাত্মক অভাবের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা এইচআইভি ওষুধ বা জরুরি গর্ভনিরোধক সরবরাহ করতে হিমশিম খেয়েছে। কর্মী এবং চিকিৎসকেরা প্রতিটি হামলা নথিভুক্ত করার চেষ্টা করছেন। আইনজীবী বলেন, এর লক্ষ্য হলো কোনো দায়মুক্তি নেই তা নিশ্চিত করা।

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

হুইল চেয়ারে বসে মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভুগছেন এমন লোকদের চিকিৎসা করছেন অপূর্ব সামন্ত

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন দাগাপুর লোকনাথ মন্দিরে বাবা লোকনাথ নিউরো স্পাইনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এই রেহাব সেন্টারের উদ্বোধন হয়। মেদিনীপুরের নিবাসি অর্থাৎ স্পাইনাল রিহ্যাবিলিটেশন এর হুইলচেয়ার ট্রেইনার অপূর্ব সামন্তের সাথে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানা যায় আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে ২০১৭ সালে একটি দুর্ঘটনায় সে তার স্পাইনাল কর্ডে চোট পায়। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ দুবছর ঘরবন্দী হয়েছিল।এরপর উড়িষ্যার একটি এক্সাসাইজ সেন্টার এ গিয়ে সুস্থ হয়ে হুইলচেয়ার ট্রেইনার হিসেবে তিনি উত্তরবঙ্গের একমাত্র বাবা লোকনাথ নিউরো স্পাইনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে যোগদান করেন। তিনি আরও জানান যে এই ধরনের রিহ্যাব সেন্টার আরও হওয়া উচিৎ।উত্তরবঙ্গে এই ধরনের রিহ্যাব সেন্টার তৈরি হলে যাদের এই ধরনের রোগ দেখা দিয়ে থাকে তাদের বাইরের রাজ্যে চিকিৎসা করাতে যেতে হবে না। তিনি আরও বলেন রিহ্যাব সেন্টার এর মাধ্যমে জীবন অতিক্রম করা শেখানো হয়।এখানে মোট ২২টি বেড এর সুবিধা রয়েছে পুরুষ ওয়ার্ড,মহিলা ওয়ার্ড দু পক্ষেরই।এখানে সকালের, দুপুরের এবং রাতের খাবার এর সুবিধাও রয়েছে।এখানে যারা চিকিৎসাধীন রয়েছে তাদের খরচ তারা বা তাদের পরিবারের লোকজনেদের বহন করতে হয়।

টোটোতে ফেলে যাওয়া যাত্রীর মোবাইল টাকা ফেরালো টোটোচালক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - সিউড়ি সদর হাসপাতালের রোগীর আত্মীয় চন্দন হাজরা নিজের বাড়ি খটঙ্গা যাওয়ার জন্য একটি টোটোতে চাপে । ওই যাত্রীকে বাড়ি নামিয়ে টোটোচালক শেখ জাহির ফিরতেই হটাৎ তার চোখে পড়ে তার টোটোতে ওই যাত্রীর একটি ফোন পরে রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে টোটো চালক শেখ জাহির ফিরে এসে টোটো ইউনিয়ানের সেক্রেটারি আবুল কালামকে গোটা বিষয়টি জানায় । আবুল কালাম দেখে ওই মোবাইলের পিছনে নগদ ১০০০ টাকা আছে । তারপরে ওই ফোনে ওই যাত্রীর ফোন আসতেই তার সাথে যোগাযোগ করে তাকে তার ফোন ও নগদ একহাজার টাকা ফিরিয়ে দেয় । নিজের মোবাইল ফোন ও নগদ ১০০০ টাকা ফিরে পেয়ে খুশি যাত্রী চন্দন হাজরা ।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - দশম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী আটই জুলাই অনুষ্ঠিত হবে । পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানালেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির রিটার্নিং অফিসার ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার মহকুমাশাসক । বীরভূম জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মোট ভোটার ২৫৩৫৪০৬ তারমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২৮২৩৮৬,মহিলা ভোটার ১২৫২৯৮৫ এবং অন্যান্য - ৩৫ । মেন পোলিং স্টেশন ২৬৮৮ এবং সহকারী পোলিং স্টেশন ৮০ ।

সর্বদলীয় বৈঠকে জেলাশাসক পুলিশ সুপার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - দশম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন আগামী আটই জুলাই অনুষ্ঠিত হবে । শুক্রবার সিউড়ি প্রশাসনভবনে রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায় এবং পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । সিউড়ি শহর তৃণমূল সহসভাপতি রাধাবল্লভ চ্যাটার্জী বলেন, অবাধ সুষ্ঠু গনতান্ত্রিক নির্বাচনের দাবি রাখলাম । বিজেপি জেলা সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, পুলিশ পর্যাপ্ত রাখতে হবে । সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ভোট ঘোষণা করতে হয় সেটা নির্বাচন কমিশন করে নি । ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রশাসন ভবনের মধ্যে আমাদের এক কার্যকর্তা ছুরিকাঘাত হয়েছিলেন । সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই বিষয়ে বললাম ।

রক্তদানের বার্তা নিয়ে জেলাশাসকের দরবারে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - দিল্লির কিরণ বর্মা পায়ে হেঁটে তেরোহাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে ভিন রাজ্যে এসেছেন রক্ত সংকটের বার্তা দিতে । বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়ের কাছে এসেছেন দেখা করতে । কিরন বলেন, রক্তদান করার জন্য প্রচার করছি । আঠাশে ডিসেম্বর ২০২১ সালে কেরালার তিরুনানন্তপুরম থেকে যাত্রা শুরু করেছি । দেশে পনেরো মিলিয়ন রক্তদাতা দরকার । কোভিডের সময় রক্তের আকাল হয়েছিল । আমার আওয়াজ শহরে গ্রামে পৌঁছায় । লোকজন সমর্থন করছে ।

শুরু দেওয়াল লিখন তুলি হাতে কাজল সেখ ও বিধায়ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - আটই জুন ঘোষণা করা হয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘন্ট আর তারপরই কার্যত প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল রাজ্যের শাসক দলের নেতাকর্মীদের । আগামী আটই জুলাই হচ্ছে রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, দায়িত্ব পাওয়ার পর পরই সেই ঘোষণাটাই করেন নব নিযুক্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিংহ । আর এই ঘোষণার পরেই রীতিমত চরম তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল এই জেলাতেও । নয়ই জুন শুক্রবার সাত সকালে নানুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে দেখা গেল নানুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি এবং তৃণমূল জেলা কোর কমিটি সদস্য কাজল শেখ সহ একাধিক নেতৃত্বকে তুলি হাতে নিয়ে দেওয়াল লিখন করতে ।যদিও এদিন সকাল থেকেই নানুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । মোটের উপর ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই শাসকদল যে রীতিমতো দামামা বাজাতে শুরু করলো তা বলা চলে ।আর এখন বিরোধীরা এই ভোটযুদ্ধে ঠিক কিভাবে লড়াই শুরু করে সেটাই এখন দেখার ।

বীরভূমে কংগ্রেসে যোগদান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)- পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পরেরদিনেই দলবদল দেখা গেলো বীরভূম জেলায় । নয়ই জুন শুক্রবার কোটাসুর কংগ্রেস পার্টি অফিসে ময়ূরেশ্বর দুইনং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে উলকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রহিম সেখ জয়,মনোরুদ্দিন সেখ দুলাল, রহমতুল্লা সেখ ইনকার, বসিরউদ্দিন মল্লিক সহ প্রায় পাঁচশোজন তৃনমূল থেকে পদত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করলো । নবাগতদের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নিলেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা ।

স্বেচ্ছায় জমি দিয়েও মেলে নি চাকরি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - ডেউচা পাচামি কোল্ড ব্লকের স্বেচ্ছায় জমিদাতা দুইশো ছাব্বিশজন । দীর্ঘ সতেরোমাস আগে স্বেচ্ছায় জমি প্রদান করে কিন্তু সেই জমিদাতাদেরকে অগ্রাহ্য করে তাদের জমি না নিয়ে তারপরে যারা জমি দিয়েছে তাদের জমি নিয়ে জমি বিক্রির টাকা এবং চাকরি দুটোই দেওয়া হয় । বঞ্চনার কারন জানতে নয়ই জুন বিকাল চারটা বীরভূম জেলার জেলাশাসকের কাছে এই বেকার যুবকযুবতীরা আসে । সুমনা মন্ডল বলেন, জমি রেজিস্ট্রি বন্ধ আছে । স্বেচ্ছায় জমিদাতা পিডিসিএল অফিসে গিয়েছিলাম কিন্তু কোনো সদুত্তর পাই নি । ভেরিফিকেশন হওয়া চারমাস হয়ে গেলো । আমার সালুকা ও কবিলনগর মৌজায় জমি আছে । সোমনাথ দাস বলেন, শিল্পের পক্ষে সাতেরো মাস ধরে স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছি । সরকারের পক্ষ থেকে জমি কেনার কোনো ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে না । অবিলম্বে রেজিস্ট্রি অফিস খুলে দেওয়া হোক । আমার সালুকা ও কবিলনগর মৌজায় জমি আছে । জেলাশাসকের কাছে এসেছিলাম কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দেখা হয় নি ।

গণ উপনয়ন অনুষ্ঠান জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি। সোমবার জলপাইগুড়ি যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির উদ্যোগে কালিবাড়ির নাট মন্দিরে গণ উপনয়নের আয়োজন করা হয়।বাড়িতে জায়গার সমস্যা অনেক সুবিধা তাই এধরনের গণ উপনয়ন অনুষ্ঠানে মন্দিরের পুরোহিতের পরিস্কার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একসাথে সকলকে নিয়ে এধরনের অনুষ্ঠান। অনেকটাই সুবিধা হল। মন্দির কমিটি অল্প খরচেই এধরনের পৈতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমরা খুবই খুশি জানালেন, শহরের এক বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা মুন্সী। শ্রী শ্রী যোগমায়া কালীবাড়ি মন্দির কমিটি তরফে সম্পাদক অঞ্জন ব্যানার্জি জানান, আজকের এই অনুষ্ঠান সপ্তম বর্ষে আপন করলো। যুব মাইয়া কালী বাড়ি তরফ থেকে এই গণপরিটার আয়োজন করা হয়েছে।যারা আর্থিকভাবে দুর্বল এমনই মানুষজন গণ পৈতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এদিন মন্দিরের তিনজন পুরোহিতের উপস্থিতিতে আটজন গণ পৈতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসা প্রত্যেকের জন্যই প্রসাদের আয়োজন করা হয় মন্দির কমিটির তরফে বলে জানা যায়।

শিলিগুড়ির বিধায়ক তেনজিং নোরগে শেরপাকে তাঁর ১০৯ তম জন্মবার্ষিকী এবং ৭০ তম এভারেস্ট দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন

শিলিগুড়ি ঃ৭০ তম এভারেস্ট দিবস এবং তেনজিং নরগে শেরপার ১০৯ তম জন্মজয়ন্তীতে তেনজিং নোরগে শেরপার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নোরগে শেরপার মূর্তিতে তিনি মাল্যদান করেন। এদিন শংকর ঘোষের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলাররা।

বেহাল রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

কোচবিহার ঃ পুটিমারির বড়নাচিনা এলাকায় দীর্ঘবছর ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তার কাজের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, পুটিমারি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিষ্ণু দাস, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন। এদিন রাস্তার কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও নানাভাবে চেষ্টা করে চলেছে। ইতিপূর্বেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন। প্রায় ৩৪০০মিটার এই রাস্তা শুরু হবে পুটিমারির দুর্গা বাড়ি থেকে ভক্কা পুটিমারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত।এছাড়াও শহর সংলগ্ন আরও ২০০ মিটার রাস্তা নতুন এই কাজের সাথে সম্প্রসারিত হবে। এর জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। এদিন ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে এই কাজের সূচনা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হবে।

(পৃষ্ঠা ১এর শেষ)

ভারতে সরকারি কর্মীদের.....

সেটাও বছরে দুই বার। কিন্তু কেন্দ্র সেই ডিএ দিলেও পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক রাজ্য সরকার সেই ডিএ দিতে পারে না। জনমোহিনী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিতে আসার পর তা পূরণ করতে গিয়ে হাতে টাকা থাকে না। ফলে জিনিসের দামের সঙ্গে সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির খুব যে সম্পর্ক আছে তা বলা যাবে না। তবে ছোটবেলায় দেখেছি, দুর্গাপুরের মতো শিল্পশহরে কর্মীরা দুর্গাপুজোর বোনাস পেলেই জিনিসের দাম বাড়ত। কারণ, ওই শহরে তখন ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ছিলেন সরকারি ও আধা সরকারি কর্মী। রেলশহরগুলিতেও একই ঘটনা ঘটত। কিন্তু ৯১'র পর থেকে ভারত যখন উদার অর্থনীতির পথে হেঁটেছে, তখন থেকে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে গেছে। এখন তো ওই সব শহরের চালচরিত্রচেহারা পুরো বদলে গেছে। এখন বরং ভারতের বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে জিনিসের দাম বাড়ে। পেট্রোলডিজেলের দাম বাড়লে বাড়ে, ভোটের আগে ও পরে দাম বাড়ে। নিন্দুকরা বলেন, দাম না বাড়লে হাজার হাজার কোটি টাকার ভোটপ্রচারের খরচ কে দেবে? কিছু ব্যবসায় কোনো শিল্পপতির একচেটিয়া দখলদারি থাকলে বাড়ে। কিছুদিন আগে সর্ষের তেলের দাম লিটারপ্রতি দুইশ টাকার বেশি হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১২০ টাকা। ওই ওঠাপড়ার সঙ্গে কীসের সম্পর্ক আছে, কোনো বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর সম্পর্ক আছে কি না, তা অর্থনীতির ছাত্ররা অনেক ভেবেও বের করতে পারে না। মাংস কেন ৭০০ টাকা কিলোয় বিক্রি হয়, ইলিশ মাছ কেন দেড় হাজার টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়, কারা কেনে, কেন কেনে-এসব প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর সাধারণ মানুষের সামনে নেই। চাহিদাযোগানের তত্ত্ব এখানে অনেকসময়ই খাটে না। কাটা রুইয়ের কিলো ৫০০ টাকা করে, ছাল ছাড়ানো মুরগি ২২০ টাকা করে, বড় চিংড়ি ৬০০ টাকা করে, ছোট হলে ৪০০ টাকা, সেখানে একটা ইলিশ কিনতে প্রায় আড়াই হাজার টাকার ধাক্কা। তাও তো বাজারে একটা ইলিশও পড়ে থাকে না। কারণ, কিছু মানষের কেনার ক্ষমতা এতটাই বেড়ে গেছে যে সপ্তাহে এক বা একাধিক ইলিশ তারা অনায়াসে কিনে নিয়ে যান। এমনকী আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, আইটি, বিপিও, শিক্ষক, কর্পোরেট, বহুজাতিক সংস্থার কর্মীদের খরচ করার ক্ষমতা বেড়েছে। ব্যবসা ও শিল্প করে প্রচুর মানুষ ভালো টাকা রোজগার করছেন। দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়া, দামি জিনিস কেনার দিকে মানষের ঝোঁক অনেক বেড়েছে। দিল্লিতে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের হাতে লেটেস্ট মডেলের আইফোন ঘোরে। শুক্রবার রাত থেকে রোববার রাত পর্যন্ত দিল্লি ও গুড়গাওতে ভালো রেস্তোরাঁয় জায়গা পাওয়া যায় না। লাইন দিতে হয়। এই রেস্তোরাঁ এখন কাতারে কাতারে আছে। দুইজনের রাতের খাবার অন্তত আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। তাও সেখানে জায়গা মেলে না। কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও দিল্লির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বা তার বেশি আসে মদের উপর বসানো শুল্ক থেকে। ভারতের সব রাজ্যের গড় ধরলে রাজ্য যদি সাত টাকা আয় করে, তার মধ্যে এক টাকা আসছে মদের উপরে শুল্ক থেকে। এর থেকে একটা ছবি স্পষ্ট, মদের পিছনে কত টাকা খরচ করছেন ভারতের মানুষ। এ তো গরিব মানুষের চুল্লু, ধেনোর মতো দিশি মদ নয়, দামি বিলিতি মদ থেকে এই টাকাটা আসছে। সেটা খরচ করার মতো ক্ষমতা মানুষের হয়েছে। তাই আড়াই কোটি সরকারি কর্মী যা খরচ করবেন, তার থেকে অনেক বেশি খরচ করবেন প্রায় ৪৫ কোটির মতো মধ্যবিত্ত মানুষ। সন্দেহ নেই, সরকারি কর্মীদের বেতন আগের থেকে ভালো হয়েছে, কিন্তু তাদের বেতন বাড়লে বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে না। কারণ, তারা এখন নেহাতই সংখ্যালঘু। বরং বেসরকারি সংস্থার রমরমা। তারাই বাজারকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে।

রাতন মালদার বাচামারী কলোনি থেকে উদ্ধার করা হয় বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ

মালদা ঃ বনদপ্তর কোথায় ! জানেন না পুরাতন মালদার বাচামারী কলোনির এলাকার বাসিন্দারা। তাই এখন বিষধর সাপ উদ্ধারে তাঁদের কাছে একমাত্র ভরসা একাদশ শ্রেণীর পাঠারতা ছাত্রীর নিশা হালদার। সোমবার দুপুরে পুরাতন মালদা পুরসভার বাচামারি পালপাড়া এলাকায় এক গৃহস্থের বাড়ির পেছনে বিষধর সাপ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও ঘটনাস্থলে পৌঁছানি বনদপ্তরের কর্তারা বলে অভিযোগ। অবশেষে সাপ ধরাতে পারদর্শী পুরাতন মালদার বাসিন্দা নিশা হালদার ওই এলাকায় ছুটে যায়। উদ্ধার করা হয় বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপটিকে।

বাচামারি পালপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, তীব্র গরমের জেরে মাঝেমধ্যেই এলাকায় বিষধর সাপ দেখা যাচ্ছে। বনদপ্তর কোথায় আমরা জানি না। আমাদের এখন একমাত্র ভরসা ওই ইস্কুল ছাত্রী। ওর বাবা নিতাই হালদার সর্প বিষারদ। তিনি তাঁর মেয়ে নিশাকেই সাপ ধরানোর প্রশিক্ষণ দিয়েই এখন পারদর্শী করে তুলেছেন । আর সেই স্কুল ছাত্রী এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই এভাবেই বিষধর সাপের হাত থেকে রক্ষা করছেন। ওই ছাত্রী না থাকলে হয়তো কয়েক মাসের ব্যবধানে যেভাবে আশেপাশের এলাকায় বিষধর সাপ উদ্ধার হয়েছে, তাতে অনেকের প্রাণীর আশঙ্কা ঘটে যেতে পারতো।

এদিকে স্কুল ছাত্রী নিশা হালদার জানিয়েছেন , বাবার হাত ধরেই আমি সাপ ধরার প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এদিন একটি বিষধর সাপ যাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় বলি চন্দ্রবোড়া , সেটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এটি প্রচণ্ড বিষধর। যে কোন মুহূর্তে একসাথে তিন থেকে চারজন মানুষের এই সাপের ছোবলে প্রাণ যেতে পারে। তবে একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে, মানুষ সচেতন। এই ধরনের বিলুপ্ত হতে যাওয়া সরীসৃপ প্রাণীকে না মেরে আমাকে খবর দিয়েছে। বনদপ্তরের খবর দিচ্ছেন। এতে করে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে। এই বিষধর সাপটি উদ্ধারের পর সেটিকে মালদার একটি ফরেস্টেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বন্দে ভারত নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে থামল, ট্রেন থামানোর সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

আলিপুরদুয়ারঃ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল গৌহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস । গৌহাটিতে এদিন দুফুর বারোটা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে এই বন্দেভারত এক্সপ্রেস র ওনা দেয় । ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফ্লাগ দেখিয়ে বন্দভারত ট্রেনের সূচনা করেন। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বন্দে ভারতের স্টপেজ রয়েছে। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেন এসে পৌছায় । এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারলা, আলিপুরদুয়ার ডি আর এম, কালচিনি বিধায়ক , মাদারিহাট বিধায়ক সহ বিশিষ্টজনেরা।

জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাটিগাড়া BDO অফিসে অনুষ্ঠিত হল একটি বৈঠক

শিলিগুড়ি। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাটিগাড়া [illegible] অফিসে অনুষ্ঠিত হল একটি বৈঠক। মূলত পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় একটি জমির মালিকানা নিয়ে চলছে সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। পাঁচকেলগুড়ি এলাকার একটি জমির মালিকানা নিয়ে কিছু সমস্যা চলছে। ওই জমি দখল করার চেষ্টা করছে এক ব্যক্তি, এমনি অভিযোগ তুলে স্থানীরা। সেই অভিযোগ নিয়ে স্থানীয়রা সোমবার [illegible] অফিসে একটি স্বারকলিপি দেয়। তা নিয়েই জরুরিভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সমস্যা যাতে দ্রুত সমাধান করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়।

নিউ কোচবিহার স্টেশনে থামল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, খুশি স্থানীয় মানুষের মধ্যে

কোচবিহার ঃ অবশেষে সমস্ত রাজনৈতিক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপিস দিল গৌহাটি নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। গৌহাটি থেকে এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর উদ্বোধন হয় আজ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর উদ্বোধন করেন। এই দিন বিকেল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছায়। অনুষ্ঠানিকভাবে এই ট্রেনের স্বাগত জানায় রেল দপ্তর এবং কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়, নাটাবাড়ির বিধায়ক মিহির গোস্বামী, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে সহ কোচবিহারের অন্যান্য বিধায়করা। গৌহাটি থেকে নিউ কোচবিহার পর্যন্ত এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সফল করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। বিকেল ৫.৩২ মিনিট নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার স্টেশন ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা

আলিপুরদুয়ার ঃএকশ দিনের কাজের টাকা প্রদান, আবাস যোজনার টাকা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সোমবার কালচিনি ব্লকে হাসিমারাতে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করল তৃণমূল যুব কংগ্রেস । সোমবার বিকেলে হাসিমারা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করে পথসভা হয় । এবং পথসভা শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সাংসদ জন বারলা ও কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামার কুশপুতুল দাহ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস । এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজকমল ভগত , জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা।

মালদা আদালত চত্বরে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আচমকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

মালদা ঃ মালদা আদালত চত্বরে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আচমকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার দুপুরে আদালত চত্বরে এক পাশে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস সংলগ্ন একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে আচমকায় আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা দমকলকে খবর দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় পৌঁছায় দমকলের কর্মীরা । বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই আগুন থেকে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলেও আশঙ্কা করছেন কর্তব্যরত দমকলের কর্মী ঐ অফিসারেরা। মালদা বার এসোসিয়েশনের এক আইনজীবী শিবানী আগারওয়াল জানিয়েছেন, ঘটনার সময় আমরা পিপি অফিসে ছিলাম। হঠাৎ হইচই শুনতে পেয়ে বেরিয়ে আসি। দেখি বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন জ্বলছে। তখনই সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসার দমকলে খবর দেন। সময়ের মধ্যে দমকলের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে। আপাতত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে । যেভাবে এই আদালতের একাংশ চত্বরে বিদ্যুতের তারে ঘিঞ্জি পরিবেশ তৈরি হয়েছে , তাতে যে কোন সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারতো।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হয়রানিমূলক মামলা প্রসঙ্গ ও আইনমন্ত্রীর নতুন ‘ব্যাখ্যা’

ঢাকা ঃ নির্বাচনের আগে সরকারের কোনো সংস্থা কর্তৃক হয়রানিমূলক মামলা করা হবে না এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘এই সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো হয়রানিমূলক মামলা করেনি। বিএনপির আমলে করেছে।’’

অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ‘‘পুলিশ কখনোই হয়রানিমূলক মামলা করে না।’’ তিনি বলেন, ‘‘এগুলো কোনো ব্যক্তি করে। এরকম হলে পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে।’’

নির্বাচনের আগে হয়রানিমূলক মামলা ও গ্রেপ্তার করা হবে না বৃহস্পতিবার সংসদকে এমন কথাই বলেছিলেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি গণফোরামের এমপি মোকাব্বির খানের এক প্রশ্নের জবাবে জানান, ‘‘আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে করাকে নির্বাচন কমিশন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। কোনো ধরনের হয়রানিমূলক মামলা না করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। সব দলের জন্য থাকবে সমান সুযোগ।’’

তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানান। তার মধ্যে রয়েছে, সরকারের কোনো সংস্থা কর্তৃক হয়রানিমূলক মামলা না করা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসমর্থক দ্বারা প্রার্থী, সমর্থক, তাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আক্রমণ না করা এবং এমন হলে আইন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ। নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা, বৈধ অস্ত্র জমা নেয়া।

হয়রানিমূলক মামলা না হওয়া কীভাবে নিশ্চিত করবে সরকার? এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘‘হয়রানিমূলক মামলা যাতে না হয়, তার মনিটরিং করবে নির্বাচন কমিশন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে। সরকারের অ্যাপারেটাস আছে। সুতরাং এটা কোনো সমস্যা নয়। ২০১৪ সালে বিএনপি যখন অগ্নিসন্ত্রাস করেছে, মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়েছে তখন তো আমরা প্রটেকটিভ মেজার নিয়েছি। এটা তো আর বিএনপির আমল না যে, বোমা মেরে জজ মিয়া নাটক সাজানো হবে। ২০০১ সালে সাতক্ষীরায় হিন্দুদের যারা নৌকায় ভোট দিয়েছে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনই নিয়ন্ত্রণ করবে। আর আমরা যে সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এটা হলো তারই প্রতিচ্ছবি।’’

তবে বিএনপির বলে আসছে হয়রানিমূলক মামলা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীই করে। আইনমন্ত্রী তা মানেন না। তিনি বলেন, ‘‘না, তারা দেখাতে পারবে না যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো হয়রানিমূলক মামলা করা হয়েছে। যখন আইনশৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটেছে , যখন তারা অপরাধ করেছে, তখনই তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে। তাদের মামলা ছাড়া কখনোই গ্রেপ্তার করা হয়নি। মানুষের ওপর আঘাত, হামলা, অগ্নিসন্ত্রাসের মামলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কখনোই কোনো হয়রানিমূলক মামলা হয়নি।’’

তাহলে হয়রানিমূলক মামলার কথা এলো কেন? পুলিশ কি হয়রানিমূলক মামলা করে? এ বিষয়ে আইনমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, ‘‘ব্যাপারটা হলো তাদের আমলে (বিএনপি) হয়রানিমূলক মামলা হয়েছে। সেই হয়রানিমূলক মামলারও যে ডেফিনেশন তাদের আছে, সেই ডেফিনেশন অনুযায়ী যাতে হয়রানিমূলক মামলাও না হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে।’’

একই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ‘‘হয়রানিমূলক মামলা পুলিশের কেউ করে না। আমরা তো একদম নিশ্চিত না হয়ে কোনো মামলা করি না। আর কোনো ব্যক্তি যদি হয়রানিমূলক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মামলা করে, তাহলে তো তা তদন্তে বাদ পড়ে যায়। হয়রানিমূলক মামলা পুলিশ করে না।’’

হয়রানিমূলক গ্রেপ্তারের ব্যাপরে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করে না।’’

নির্বাচনের আগে হয়রানিমূলক মামলা কীভাবে বন্ধ করা হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘আমরা তো হয়রানিমূলক মামলা করি না। এখন অন্য কেউ যদি করে, আপনি যদি করেন, তাহলে এটা যাচাই করে দ্রুত তদন্ত করে শেষ করে দেয়া হবে এটাই হয়ত বোঝানো হয়েছে।’’

বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ‘‘আইনমন্ত্রী সংসদে যা বলেছেন তার সেই কথা তো বিশ্বাস করা যায় না। যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, নতুন কোনো রাজনৈতিক মামলা হবে না, যে রাজনৈতিক মামলা চলমান সেগুলো প্রত্যাহার করা হবে সেই আশ্বাস তিনি জেনেশুনে ভঙ্গ করেছেন। আর আইনমন্ত্রীর কথা কী বলবো। তিনি সেদিন বললেন নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। পরে আবার বললেন, না, তিনি পদত্যাগ করবেন না। আইনমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন না কেন, তারা জাতির সাথে তামাশা করছেন।’’

তার দাবি, ‘‘সরকার গত ১৪ বছরে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ মামলা দিয়েছে, বিশ্বের কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এত মামলা নজীরবিহীন। তারা গায়েবি মামলা দিয়েছে। পুলিশকে ব্যবহার করে মামলা দিয়েছে। মামলার কোনো উপাদান নাই এমন মামলা দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ এখন উদ্যোগী হয়েই মামলা করে।’’

এদিকে বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু অভিযোগ করেন, ‘‘২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে যে সংলাপ হয়েছিল, তখন আমি নিজে দলের পক্ষ থেকে আড়াই হাজারের উপরে মামলার তালিকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দিয়েছিলাম। ওই মামলাগুলো এক মাসে দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলা তখন প্রত্যাহার তো দূরের কথা উল্টো ওই তালিকা পাওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার অভিযান চলানো সরকারের জন্য সহজ হয়।’’

তিনি বিএনপির দপ্তর থেকে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে বলা হচ্ছে, ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এক লাখ ১১ হাজার ৭০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাত মিলিয়ে মোট আসামি ৪৯ লাখ ৭৪ হাজার ৪৮১ জন।

এছাড়া চলতি বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত পদযাত্রা কর্মসূচির দিন আট জেলায় আটটি মামলা হয়েছে। এতে সব মিলিয়ে আসামি ৯৩৭ জন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫৩ জনকে। বিএনপির ইউনিয়ন পদযাত্রা কর্মসূচিতে সারাদেশে মামলা হয়েছে ৪৫টি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৯২ জনকে। মোট আসামি করা হয়েছে ছয় হাজার ২২৩ জনকে। তাদের মধ্যে অজ্ঞাত আসামি চার হাজার ৫১৭ জন।

গত বছরের ২২ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে মোট মামলা হয়েছে ৩৩৬টি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক হাজার ৫০ জনকে। মোট আসামি ৩৬ হাজার ৪৯০ জন। তাদের মধ্যে অজ্ঞাত আসামি ২৫ হাজার ১৭৩ জন।

তাইফুর রহমান টিপু বলেন, ‘‘এখন সরকার একটি সেল বানিয়ে সেখান থেকে বাছাই করে বেশ কিছু মামলা আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করছে।’’

বেতন বাড়বে, মূল্যস্ফীতিও বাড়বে?

ঢাকা ঃ বাজেটে মহার্ঘ্য ভাতার ঘোষণা না থাকলেও মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ানোর একটি প্রক্রিয়া চলছে। পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানিয়েছেন, এটা প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বলেছেন, বাকি কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়ের।

মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে বেতন কীভাবে বাড়ানো হচ্ছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। বেতন বৃদ্ধি জুলাই থেকে কার্যকর হতে পারে। সরকারি চাকুরেরা শতকরা ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা দাবি করেছিলেন। বাংলাদেশে সরকারি চাকুরেদের সর্বশেষ পেস্কেল ঘোষণা করা হয় ২০১৫ সালে। প্রতি পাঁচ বছর পরপর তাদের বেতন বাড়ার কথা। আট বছর হয়ে গেলেও করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এই সময়ে আর বাড়ানো হয়নি। তবে প্রতিবছর শতকরা পাঁচ ভাগ হারে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। সেই হিসেবে সরকারি কর্মচারীরা আট বছরে ৪০ ভাগ ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন। কিন্তু অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারি চাকুরেরা মোট কর্মরত জনগোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের বেশি নয়, তাই তাদের বেতন বাড়ালে বাকিদের কী হবে? আসলে এখন প্রয়োজন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। তা না করে বেতন বাড়ালে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। মে মাসে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যে মূল্যস্ফীতির হিসাব দিয়েছে তা গত এক দশকে সর্বোচ্চ ৯.৯৪ শতাংশ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, দেশে সরকারি চাকরিজীবী প্রায় ১৪ লাখ। তবে বিভিন্ন কর্পোরেশন এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকসহ এই সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। চলতি অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনভাতা খাতে ৭৩ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা লাগছে। প্রস্তাবিত বজেটে (২০২৩-২৪) বেতনভাতা বাবদ ৭০ হাজার ৭০১ কোটি টাকা এবং পেনশন বাবদ ২৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে বরাদ্দ ৯৩ হাজার ৭০১ কোটি টাকা। সরকারি চাকরিজীবীদের বেতনভাতা, পেনশনসহ অন্যান্য খরচ বাবদ মোট বাজেটের ২২ থেকে ২৮ শতাংশ ব্যয় হয়। আর গত এক দশকে সরকারি চাকুরেদের বেতনভাতা বাবদ সরকারের খরচ ২২১ ভাগ বেড়েছে। সর্বশেষ জনশুমারি বলছে, দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। সেই হিসেবে সরকারি চাকরিজীবীরা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দেড় শতাংশেরও কম। গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নজরুল ইসলাম বলেন, ‘‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে বলে আমরা জেনেছি। আমাদের প্রতিবছর যে পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দেয়, এবার মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে আরো কিছু বাড়িয়ে দেয়া হবে। তবে সেটা আসলে না দেয়ার আগে আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমাদের কী পরিমাণ দেয়া হবে। তবে মহার্ঘ্য ভাতা না দেয়ায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমাদের বেতন বাড়ানোর জন্য এখন আর নতুন পে কমিশন হচ্ছে না।’’ ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ’-এর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘‘গত আট বছরে গড়ে প্রতিবছর মূল্যস্ফীতি ছিল আট শতাংশের উপরে। আর ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয় পাঁচ শতাংশ করে। মূল্যস্ফীতির হিসেবে আমাদের পাওনা হয়েছে ৬৪ শতাংশ। কিন্তু আমরা ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি মোট ৪০ শতাংশ । তাহলে আরো ২৪ শতাংশ আমাদের এখানেই পাওনা হয়ে গেছে। এখন যদি সরকার বলে চলতি বছরে যে মূল্যস্ফীতি সেই পরিমাণ দেয়া হবে, তা হলে তো আমাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না।’’ তিনি আরো বলেন, ‘‘এখন আমরা অপেক্ষায় আছি। প্রধানমন্ত্রী বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় হয়ত পরিষ্কার করবেন আমাদের কত কী দেয়া হবে।’’ পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, ‘‘পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন যা মূল্যস্ফীতি এটা দেখে প্রধানমন্ত্রী সাময়িক ক্ষতিপূরণ ভাতা দেয়ার কথা বলেছেন। কারণ, অন্য কোনো পদ্ধতিতে দিলে সেটা স্থায়ী হয়ে যায়। এখন এটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজ। কীভাবে দেবে তা তারা ঠিক করবে।’’ কিন্তু যারা সরকারি চাকরি করেন না তাদের সরকার কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘‘মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এই যেমন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়ে পেঁয়াজের দাম কমানো হয়েছে। আরো পণ্যের ক্ষেত্রে এটা করা হবে। তবে ডলার সংকট না কাটলে অনেক কিছুই করা যাবে না। উপায় নেই।’’ তার কথা, ‘‘মূল্যস্ফীতি না কমাতে পারলে বেতন বাড়িয়ে কোনো সমাধান হবে না। আর সরকার কৃচ্ছতা সাধনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের যা স্বভাব তা তো সহজে বদলায় না।’’

সিরাজুল আলম খান মারা গেছেন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘রহস্য পুরুষ’ হিসেবে পরিচিত সিরাজুল আলম খান মারা গেছেন। ৮২ বছর বয়সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার তিনি মারা যান। সিরাজুল আলম খান শ্বাসকষ্টসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার। সংবাদ মাধ্যমটিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমুল হক জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বৃহস্পতিবার তাকে আইসিইউ থেকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় তিনি মারা যান। ষাটের দশকে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে নিয়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা স্বাধীনতার ‘নিউক্লিয়াস’ গঠন করেন সিরাজুল আলম খান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন সংগঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মতভেদ তৈরি হয়। ছাত্রলীগ থেকে তিনি সরে যান। পরবর্তীতে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠনে ভূমিকা রাখেন সিরাজুল আলম খান।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে উভয় সংকটে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ জাতিসংঘ সহায়তা কমিয়ে দিচ্ছে, অভ্যন্তরীণ বাজেট থেকে ভর্তুকি দেয়ারও অবস্থা নেই, ঠিক এমন পরিস্থিতিতে পাইলট প্রকল্পের আওতায় এক হাজারের কিছু বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় বাধ সাধছে জাতিসংঘ।

অন্যদিকে দেশে ফেরানোর দাবিতে রোহিঙ্গাদের একাংশও এখন সোচ্চার।

দ্রুত প্রত্যাবাসনসহ চার দফা দাবি জানিয়ে কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে বৃহস্পতিবার সমাবেশ করেছেন রোহিঙ্গারা। ‘দ্রুত প্রত্যাবাসন’ ক্যাম্পেইন শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রোহিঙ্গারা ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ও শ্লোগানে নিজ দেশ মিয়ানমারে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়া, নাগরিকত্বের স্বীকৃতি, নিরাপত্তা এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীর লোকজন যেভাবে অবাধে চলাফেরা করে তেমন স্বাধীনতাসহ চার দাবি তুলে ধরে মোনাজাতে দোয়া চান।

সমাবেশে নেতৃত্ব দেওয়া মাঝিদের একজন টেকনাফের ২৬ নম্বর ক্যাম্পের বদরুল ইসলাম বলেন, ‘‘আমরা তো নিজ দেশে ফিরে যেতে চাই। সেক্ষেত্রে আমাদের চার দফা দাবি রয়েছে। প্রথমত, আমাদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের বাড়ি ঘর ফিরিয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত, অন্য জাতিগোষ্ঠীর মতো আমাদেরও স্বাধীনভাবে চলাচলের স্বাধীনতা দিতে হবে। চতুর্থত, আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। এই জিনিসগুলো ঠিক হলেই আমরা সেখানে চলে যাবো। আমরা আর ক্যাম্প জীবন চাই না। আগে যেখানে জাতিসংঘ ১২ ডলার দিত, এখন সেখানে ৮ ডলার দিচ্ছে। এই টাকা দিয়ে কী হয়? আমরা অনেক কষ্টে চলছি। এই বন্দি জীবন থেকে মুক্তি চাই।’’

আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যানিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রোহিঙ্গা নেতা ডা. মোহাম্মদ জোবায়ের বলেন, ‘‘আজ হোক আর কাল হোক আমাদের তো যেতেই হবে। আমরা তো বাংলাদেশে সারাজীবন থাকতে পারবো না। ফলে আমরা আর শরণার্থী জীবন চাই না। সামনের দিনগুলোতে আমরাও আমাদের জন্মভূমি আরাকানে জীবনযাপন করতে চাই। বিশ্ব সম্প্রদায় আমাদের দেশে ফেরার ব্যাপারে যেন কার্যকর কোনো ব্যবস্থা দেয়।’’

রোহিঙ্গাদের সমাবেশের ব্যাপারে জানতে চাইলে অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (উপসচিব) খালিদ হোসেন বলেন, ‘‘কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গারা দ্রুত প্রত্যাবাসন দাবি শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া দাবি জানিয়ে রোহিঙ্গারা কয়েকটি দাবি তুলেছেন।’’ বলা হচ্ছে, যারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে আগ্রহ দেখিয়েছে, তাদের রেশন বন্ধ করে দিয়েছে ইউএনএইচসিআর? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘চারটি পরিচারের ক্ষেত্রে এমন হয়েছিল, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করছি, যত দ্রুত প্রত্যাবাস প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।’’

বাংলাদেশকে পাইলট প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ বন্ধের আহবান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মিয়ানমারের পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ের টম অ্যান্ড্রুস। তিনি বলেছেন, মিয়ানমারের রাখাইনে এখনো রোহিঙ্গাদের জীবন ও চলাচলের স্বাধীনতা ঝুঁকিতে রয়েছে। বৃহস্পতিবার জেনেভা থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেখানে টম অ্যান্ড্রুস বলেছেন, বাংলাদেশ ‘বিভ্রান্তিমূলক’ এবং ‘বলপ্রয়োগের’ মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে বাধ্য করছে।

টম অ্যান্ড্রুস বলেন, মিয়ানমারের পরিস্থিতি রোহিঙ্গাদের নিরাপদে, মর্যাদার সঙ্গে স্থায়ীভাবে ও স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক নয়। সিনিয়র জেনারেল মিন হং হ্লায়েং রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এখন নিষ্ঠুর এক সামরিক শাসনযন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কর্মকর্তারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তারিখ উল্লেখ না করলেও প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ১৪০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। চলতি বছরের শেষ নাগাদ আরো ছয় হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানোর কথা। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, প্রথম দফায় লোকজনকে পাঠানোর বিষয়টি শিগগির ঘটতে পারে। যারা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করছে, তাদের সরকার গ্রেপ্তারের হুমকি, কাগজপত্র জব্দ ও নানা ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গাদের নিজেদের গ্রামে ফিরতে দেওয়া হবে না। ২০১৭ সালের গণহত্যা পরিচালনার সময় যে হামলা চালানো হয়েছিল, তখনো অনেক গ্রাম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মংডুর অভ্যর্থনা ও অর্ন্তবর্তীকালীন শিবিরে রাখা হবে। এরপর তাদের নতুন করে তৈরি ১৫টি গ্রামে নেওয়া হবে। রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফিরে যাওয়ার পর অবাধে চলাফেরা করতে দেওয়া হবে না।

জাতিসংঘের মিয়ানমারের পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গারা ফিরে গেলে আন্তর্জাতিক আইনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন হবে। কারণ, রাখাইনে ফিরে গেলে রোহিঙ্গারা ব্যাপকতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে নৃশংস অপরাধের শিকারে পরিণত হতে পারে। তাই বাংলাদেশকে আমি অনতিবিলম্বে এই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পাইলট প্রকল্প স্থগিত করার অনুরোধ করছি।’’

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘‘জাতিসংঘের আহবানের আগেই পাইলট প্রকল্প স্থগিত হয়ে গেছে। যেটার ঘোষণা এখনও আসেনি। পাইলট প্রকল্পে যে ১ হাজার ১৪০ জনের নাম আছে, তাদের অনেকেই এখন যেতে চান না। ফলে যারা যেতে চায় তাদের একটা তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই তালিকা নিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করবো। তারা রাজি হলে প্রত্যাবাসন শুরু হতে পারে।’’

তবে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থানের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন। তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের অবস্থাটা আমাদের বুঝতে হবে। আমার মনে হয় না, পাইলট প্রকল্প বন্ধ করা উচিত। জাতিসংঘ যে অভিযোগগুলো তুলেছে, সেগুলোর তদন্ত করা হোক। বাংলাদেশ সরকার কিন্তু কাউকে জোর করে পাঠাবে না, সেটা বলেছে। আমরা এটাও দেখছি, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম কিন্তু কাট ডাউন করছে। এটা কিন্তু স্ববিরোধিতা। মিয়ানমার তো গণহত্যা সংগঠিত করেছে। সেখানে আমি এমন কিছু দেখছি না, জাতিসংঘ তাদের উপর কোনো স্যাংশন দিচ্ছে। উল্টো আমরা দেখছি, মিয়ানমারের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবসাবাণিজ্য করছে। সেখানে বিনিয়োগ করছে। তারা তো পার পেয়েই যাচ্ছে। আমরা দেখছি, চাপটা বারবারই বাংলাদেশের উপরই আসছে। ফলে পাইলট প্রকল্প বন্ধ না করে অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চালু করা উচিত।’’

তবে শরণার্থী বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর মনে করেন, পাইলট প্রকল্প নিয়ে অনেক ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। এই প্রকল্প বন্ধ হলে বাংলাদেশ আরো বেশি চাপে পড়বে কিনা জানতে চাইলে জনাব মুনীর বলেন, ‘‘প্রথমত, সরকারের দিক থেকে এটা পরিস্কার করা দরকার। এটার সঙ্গে জাতিসংঘকে কিন্তু সম্পৃক্ত করা হয়নি। ফলে তার বিষয়টি জানতো না। গত মার্চে যারা ঘুরে এসেছেন, তারা কিন্তু বলছেন, তারা সন্তুষ্ট না। আমরা তো চাই স্থায়ী সমাধান। এই পরিস্থিতিতে যে কারো সন্দেহ হতেই পারে যে, তাদের স্বেচ্ছায় পাঠানো হচ্ছে কিনা। এটা কিন্তু মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখন বাংলাদেশের উপর যে চাপ বাড়ছে সেটার ভিন্ন অবস্থা রয়েছে। জাতিসংঘের আলাদা আলাদা দপ্তর রয়েছে। যে দপ্তর থেকে জোর করে না পাঠাতে বলছে তারা এবং ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম কিন্তু জাতিসংঘের আলাদা সংস্থা। তাদের কিন্তু স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা যে তাদের অর্থায়ন কমাচ্ছে তার বড় জায়গা হলো, দাতা দেশগুলো মানবিক সহায়তা যতটুকু প্রয়োজন সেটা দিচ্ছে না। এখানে জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান যেটা হয় সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিকল্পনা না। এখানে সরকারও আছে, আন্তর্জাতিক সংস্থাও আছে, জাতিসংঘও আছে। এখানে মূলত চাপটা বাড়ানো দরকার।’’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) চেয়ারপার্সন ড. তাসনীম সিদ্দিকী বলেন, ‘‘রোহিঙ্গারা তো নিজ দেশে ফেরত যেতে চান। আমাদের সরকারও তো বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে। কোনোভাবেই মিয়ানমার রাজি হচ্ছে না। এখানে হয়ত বাংলাদেশ তাদের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে। এটা ঠিক যে, ওখানে এখনও পরিস্থিতি স্বাভবিক না। আবার এটাও ঠিক, এদের ফেরত পাঠাতে কেউ কিন্তু ওভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে না। এমনকি জাতিসংঘও না। সুতরাং এদেরকে চাপে রাখতে বাংলাদেশের কিছু শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। অনেকেই আস্তে আস্তে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। এরা তো বাংলাদেশে নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি করছে। ফলে কখনো কখনো শক্ত অবস্থান নেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এখনই তাদের জোর করে ধরে সেখানে পাঠিয়ে দেবে।’’প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে। তখন সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসে আশ্রয় নেয়। আগে থেকেই এখানে ছিল আরো কয়েক লাখ নিপীড়িত রোহিঙ্গা। ফলে সব মিলিয়ে এখানে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা বর্তমানে ১২ লাখের বেশি।

সম্পাদকীয়

চীন কি মধ্যপ্রাচ্যে সেনা মোতায়েন করবে?

গত মার্চে চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখনো মধ্যপ্রাচ্যে বেইজিংয়ের রাজনৈতিক ও সামরিক উপস্থিতির বিষয়টি ছিল অনেক দূরবর্তী জল্পনা। যদিও বেশির ভাগ বিশ্লেষক এখন এ ব্যাপারে একমত যে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের কৌশলনীতির লক্ষ্য জ্বালানি বিনিময়ের চেয়েও বড় কিছু। প্রশ্ন আছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে সেই জায়গা কি নিতে চায় চীন? নিজেদের শক্তি দেখাতে বেইজিং কি তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে সেনা মোতায়েন করবে? এই দুটি প্রশ্ন যৌক্তিক এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি, রাজনীতি ও কূটনীতিতে বেইজিংয়ের সম্পৃক্ততা যেভাবে বাড়ছে, তাতে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও আন্তআঞ্চলিক গতিধারা পরিবর্তনে বেইজিংয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে পরাশক্তির প্রতিযোগিতা রয়েছে। ওই অঞ্চলে আমেরিকার ভূমিকা এবং সামরিক ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের উপস্থিতি বিবেচনায় নিলে চীনের কৌশলনীতি প্রকৃতপক্ষেই আপনার কৌতূহল জাগাবে। তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত

করার ক্ষেত্রে চীনের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ রয়েছে। চীন তাদের অপরিশোধিত তেলের ৫৩ শতাংশের বেশি আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। জ্বালানির এই বাজার নষ্ট হোক, সেটা কখনোই চাইবে না বেইজিং। পেট্রোলিয়াম পণ্যের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর চীনের নির্ভরশীলতা এবং এই সংবেদনশীলতার কারণে সামরিক সংঘাতের যে শঙ্কাএই বিবেচনায় ওই অঞ্চলে চীনের সেনা মোতায়েন করতে চাওয়া যৌক্তিক বলে মনে হবে। যৌক্তিক হলেও এই ধারণা কি সঠিক? সম্ভবত না। যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবছে কিংবা কোনটা তাদের কাছে গ্রহণীয় হয়, সেটা বিবেচনায় না নিয়ে চীন তাদের মতো করেই মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করবে।মধ্যপ্রাচ্যে যদি কখনোই বড় পরিসরে চীনের সেনাবাহিনীর মোতায়েন নাও হয় তারপরও দেশগুলোতে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ বলেই গণ্য হবে। বেইজিংয়ে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন দুটি ক্ষেত্র হলো জ্বালানির উৎপাদন ও পরিবহন। প্রথমটার ক্ষেত্রে কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা কিংবা আন্তরাষ্ট্রীয় সংঘাত সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করতে পারে। জ্বালানি পরিবহনের বিষয়টিতে আরও কিছু বৈচিত্র্যময় বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা, সমুদ্রপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হতে পারে নৌ অবরোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির ওপর চীনের নির্ভরতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তেলের উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষেত্রে এ ধরনের হুমকি বাস্তব বিষয় হয়ে থাকবে। যাহোক, চীনের নেতারা বাস্তববাদী এবং তারা সন্দেহ ও সংবেদনশীলতাএই দুইয়ের পার্থক্য বোঝেন। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির ওপর অতিনির্ভরতার কারণে সেই বাজার কোনোভাবে নষ্ট হবে কি না, সেই প্রশ্নে বেইজিং মনে করে, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই। এর কারণ হলো, তেলের জন্য মধ্যপ্রাচ্যকে যেমন দরকার চীনের ঠিক একইভাবে ক্রেতা হিসেবে চীনকে দরকার মধ্যপ্রাচ্যের। এ ছাড়া তেল উৎপাদন ও পরিবহনের মতো সংকট সৃষ্টি হলে চীন একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এর অভিঘাত এশিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের তেল আমদানিকারক দেশগুলোর ওপর পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র হোক, চীন হোক, এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক, কেউই তা চাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় বিরোধের জায়গা হলো তাইওয়ান। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে সামরিক বৈরিতা শুরু হলে, ওয়াশিংটন তাদের সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে চীনের জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন তৈরি পারে, যাতে করে তাইওয়ান প্রণালিতে চীনের অভিযানের সক্ষমতা কমে যায়। সম্ভবত চীন এ ধরনের ঘটনার জন্য নিজেদের আরও সময় নিয়ে প্রস্তুত করতে চাইবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি পরিবহনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে আরও কঠোর হতে চাইবে।

জানা অজানা

আগামী ১১ জুনে বড় ভূমরিতে বাংলা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হবে

ঝাড়খন্ডের বিভিন্ন গ্রামে বিগত দু মাস থেকে বেসরকারী ভাবে বাংলা ভাষা শেখানোর কাজ শুরু করেছে বিভিন্ন বাংলা ভাষী সংগঠন।এই সুবাদে পোটকার বড় ভূমরি গ্রামে মাতাজী আশ্রমের প্রেরণায় ও সহযোগিতায় গৌর নিতাই ঠাকুর আজীবিকা সংস্থার পক্ষ থেকে নিশুলক বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হবে আগামী ১১ই জুন ২০২৩ তারিখে সকাল ১০ টায়।বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ টির শুভ উদ্বোধন করবেন মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক,কবি,লেখক ও সমাজ সেবক সুনীল কুমার দে মহাশয়।শিক্ষার্থীদের বাংলা শেখার জন্য মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় বই দেওয়া হবে।প্রতি রবিবার সকাল ৯ থেকে ক্লাশ হবে।বাংলা শেখাবেন রিনা মণ্ডল ও আরো অনেকেই।

ফুলন দেবী ঃ দস্যুরানী থেকে ভারতে সংসদ সদস্য হওয়া

ভারতে আশির দশকে একটা সময় দস্যুরানী ফুলন দেবীর নাম বলিউড সিনেমা 'শোলে'র ভিলেন গব্বর সিংয়ের চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেসময় অনেক নারীই তাদের বিরক্ত করলে ফুলন দেবীর উদাহরণ দিয়ে হুমকি দিতেন। বলা হতো, ফুলন দেবী তার লক্ষ্যে যতটা দৃঢ়, তার হৃদয় তার চেয়েও বেশি কঠোর। তরুণ বয়সে ফুলন দেবীর সাথে ঘটে যাওয়া একের পর এক নৃশংস

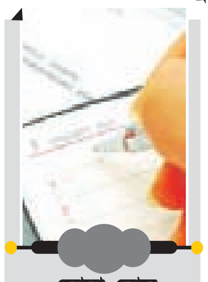

সোমা বোস
প্রাবন্ধিক

ঘটনাই তাকে কঠোর হৃদয়ের মানুষে পরিণত করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে।
তার কঠোরতার উদাহরণ দেয়া হত এমন কথা বলে যে, ২২ জনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করার পরও তিনি বিন্দুমাত্র অনুশোচনা অনুভব করেননি।
উত্তর প্রদেশের কানপুরের বেহমাই গ্রামে ১৯৮১ সালে হওয়া ঐ হত্যাকাণ্ড এতটাই আলোড়ন তুলেছিল যে ঐ ঘটনার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে 'দস্যুরানী' ফুলন দেবীর নাম। ফুলন দেবীর জীবনের ঘটনা নিয়ে একাধিক বই লেখা হয়েছে, সিনেমাও তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি।
তবে তার নাম ভারতের বাইরে ব্যাপক পরিচিতি পায় ১৯৯৪ সালে শেখর কাপুর পরিচালিত সিনেমা 'ব্যান্ডিট কুইন' রিলিজ হওয়ার পর।
সিনেমাটি মূলত মালা সেনের লেখা ফুলন দেবীর জীবনী 'ইন্ডিয়া'স ব্যান্ডিট কুইন ঃ দ্য ট্রু স্টোরি অব ফুলন দেবী' বইয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।
উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে নিম্ন বর্ণের হিন্দু পরিবারে ফুলন দেবীর জন্ম ১৯৬৩ সালে।
এগারো বছর বয়সে চাচাদের চাপে তার পরিবার তাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয় পুতিলাল নামে ত্রিশোর্ধ্ব এক ব্যক্তির সাথে, যে ফুলন দেবীকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন করতো।
অত্যাচারের মুখে শিশু ফুলন দেবী বেশ কয়েকবার স্বামীর বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে আসলেও সামাজিক চাপের মুখে বারবার তাকে স্বামীর বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়।
১৯৭৯ সালে জমি দখল নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে চাচাতো ভাইকে পাথর ছুঁড়ে আহত করেন কিশোরী ফুলন দেবী। এই ঘটনার পর প্রায় এক মাসের জন্য তাকে স্থানীয় থানা পুলিশ আটক করে রাখে। তার জীবনী লেখক মালা সেন ফুলন দেবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে থানায় তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল কিনা।
জবাবে তিনি বলেছিলেন, তারা আমাকে নিয়ে অনেক মজা করেছিল, আর আমাকে প্রচন্ডভাবে মারধর করেছিল।
ঐ বছরের জুলাই মাসেই ফুলন দেবীকে তার বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে বাবু গুজ্জর নামের এক ডাকাতের দল। মালা সেনকে দেয়া ফুলন দেবীর ভাষ্য অনুযায়ী, বাবু গুজ্জর তাকে টানা তিনদিন ধর্ষণ করে।
কিন্তু ঐ দলের আরেক ডাকাত বিক্রম মাল্লার ভালো লেগে যায় ফুলন দেবীকে।
ফুলন দেবীকে অপহরণের তিন দিনের মধ্যেই বাবু গুজ্জরকে খুন করে দলের নেতা হয় বিক্রম মাল্লা। বিক্রম ফুলন দেবীকেও অস্ত্র চালানো শেখায় এবং ডাকাত দলের সদস্য করে নেয়।
পরের প্রায় এক বছর তাদের ডাকাত দল উত্তর প্রদেশের দেভারিয়া, কানপুর আর ওরাই অঞ্চলে ত্রাস সঞ্চার করে।
সেসব এলাকার নিম্ন বর্ণের ও দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় ফুলন দেবী। সেখানকার মানুষের মধ্যে তিনি পরিচিত ছিলেন 'দস্যু সুন্দরী' হিসেবে।
ফুলন দেবী ও বিক্রম মাল্লার এই ডাকাত দলের দৌরাত্ম থামে বিক্রম মাল্লার মৃত্যুতে। বিক্রম মাল্লার ডাকাত দলেরই উচ্চ বর্ণের সদস্য শ্রীরাম জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্রমকে হত্যা করে ফুলন দেবীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কানপুরের কাছে বেহমাই গ্রামে।
বেহমাই গ্রামে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ফুলন দেবীকে গণধর্ষণ করে শ্রীরাম সহ আরো অনেকে, যারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের ঠাকুর গোত্রীয় ক্ষত্রিয় শ্রেণীর হিন্দু।
মালা সেন তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বেহমাই গ্রামে থাকার সময় নিজের ওপর হওয়া নির্যাতনের বর্ণনা দেয়ার সময় ফুলন দেবী বলেছিলেন যে গ্রামবাসীর সামনে দিয়ে নগ্ন অবস্থায় কুয়া থেকে জল আনতেও পাঠানো হয়েছিল তাকে।
বেহমাই থেকে পালিয়ে আরেক দস্যু মান সিংয়ের সাথে ডাকাত দল তৈরি করেন ফুলন দেবী। এরপর ১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি দল নিয়ে বেহমাই গ্রামে ফিরে যান ফুলন দেবী।
সেখানে গিয়ে তারা গ্রামবাসীর বলেছিলেন শ্রীরামকে তার হাতে তুলে দিতে। কিন্তু পুরো গ্রামে শ্রীরামকে খুঁজে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ২২ জন ঠাকুর সম্প্রদায়ের পুরুষকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা

করে ফুলন দেবীর দলের সদস্যরা।
পরে ফুলন দেবী যখন আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি দাবি করেছিলেন যে ঐ হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেনই না। স্থানীয় কয়েকজন স্বাক্ষীর ভাষ্যেও পরবর্তীতে উঠে এসেছিল যে বেহমাই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ ফুলন দেবী দেননি।
তবে অধিকাংশ বর্ণনাতেই পাওয়া যায় যে বেহমাই হত্যাকাণ্ডে ফুলন দেবীর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ছিল।
সাংবাদিক খুশবন্ত সিং তার বই 'ফুলন দেবী কুইন অব ডাকোয়েটস'এ একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ওই বর্ণনা দিয়েছেন।
বেহমাই হত্যাকাণ্ডের পর ফুলন দেবীকে ধরার জন্য চাপ পড়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর।
প্রায় এক বছর চেষ্টা করে ফুলন দেবীকে গ্রেফতার করতে না পেরে তাকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চাপ দেয়ার চেষ্টা করে মধ্য প্রদেশের পুলিশ।
ফুলন দেবীর সাথে আলোচনার দায়িত্ব দেয়া হয় মধ্য প্রদেশের ভিন্ড জেলার সেসময়কার এসপি রাজেন্দ্র চতুর্বেদির ওপর।
রাজেন্দ্র চতুর্বেদি ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে ফুলন দেবীর সাথে দেখা করতে মধ্য প্রদেশ থেকে উত্তর প্রদেশের চম্বল জেলার খেদান এলাকায় একা যাত্রা করেন। তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টা ছিলেন ফুলন দেবী ও তার দলের সাথে।
বিবিসির রেহান ফজলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. চতুর্বেদি বলেছিলেন যে প্রায় চারপাঁচ ঘণ্টা মোটর সাইকেলে বসে এবং আনুমানিক ৬ কিলোমিটার হাঁটার পর ডিসেম্বরের ৬ তারিখ ভোর রাতে ফুলন দেবীর সাথে তার দেখা হয়।
যাদের সাথে আমি উপত্যকার কাছে যাই, তারা সেখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে চলে যায় ও বলে যে রুমালের সিগন্যাল পেলে এগিয়ে যেতে। কিছুক্ষণ পর সিগন্যাল দেখে আমি এগিয়ে একটি টিলার ওপর গিয়ে দাঁড়াই।
সেখানে একটি গাছের আড়াল থেকে লম্বা গড়নের একজন পুরুষ এগিয়ে আসে আমার দিকে। তিনি নিজেকে মান সিং বলে পরিচয় দেন।
মান সিং আমাকে এগিয়ে যেতে ইশারা করতেই দেখতে পাই একটি বাতির পেছন থেকে নীল বেল বটম ও নীল কুর্তা পড়া এক নারীকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে। লাল একটি রুমাল দিয়ে তার ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল বাঁধা ছিল। কাঁধে ঝুলছিল রাইফেল।
সারা বিশ্বে 'দস্যু সুন্দরী' নামে খ্যাত ফুলন দেবী আমার সামনে এসে পাঁচশো এক টাকা আমার পায়ের সামনে রাখলেন।
ফুলন দেবী সেদিন নিজ হাতে রাজেন্দ্র চতুর্বেদিকে চা বানিয়ে খাইয়েছিলেন।
কথোপকথনের এক পর্যায়ে ফুলন দেবী জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন এসেছেন এখানে? জবাবে মি. চতুর্বেদি বলেন, আমরা চাই আপনি আত্মসমর্পণ করেন।
সেসময় ফুলন দেবী হঠাৎই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন, আপনারা বললেই আমি অস্ত্র জমা দেব! আমি ফুলন দেবী, আপনাকে এখনই গুলি করতে পারি।
এসপি রাজেন্দ্র চতুর্বেদি সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন যে ফুলন দেবীকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।
মান সিং তখন পরিস্থিতি কিছুটা ঠান্ডা করার জন্য মি. চতুর্বেদিকে পাশে নিয়ে দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।
কিছুক্ষণ পর ফুলন দেবীর মেজাজ কিছুটা ঠান্ডা হলে তিনি আবার মি. চতুর্বেদিকে জিজ্ঞেস করেন, আমি আত্মসমর্পণ করলে আপনারা আমাকে ফাঁসি দেবেন?
জবাবে মি. চতুর্বেদি বলেছিলেন, যারা অস্ত্র জমা দেয়, আমরা তাদের ফাঁসি দেই না।
প্রায় ফুলন দেবী ও তার দলের সাথে থাকার পর মি. চতুর্বেদি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ফুলন দেবী তার মায়ের জন্য একটি আংটি তার কাছে দিয়ে দেন।
তবে মি. চতুর্বেদি যে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকেই মীমাংসা করতে এসেছে, তা নিশ্চিত করতে ডাকাত দলের একজন সদস্যকে মি. চতুর্বেদির সাথে যেতে বলেন।
এসপি মি. চতুর্বেদি ঐ ডাকাত সদস্যকে নিয়ে মধ্য প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সাথে দেখা করান।
তারপর মুখ্য মন্ত্রী অর্জুন সিং ও রাজেন্দ্র চতুর্বেদি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করেন এবং তার কাছ থেকে অনুমতি নেন যেন আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন।
পরের দুই মাসে রাজেন্দ্র চতুর্বেদি একাধিকবার ফুলন দেবীর সাথে দেখা করেন। একবার তিনি তার স্ত্রীকেও ফুলন দেবীর সাথে দেখা করতে নিয়ে যান।
ফুলন দেবী ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হওয়া নিজের আত্মজীবনী 'আই, ফুলন দেবী' বইয়ে লিখেছেন ঃ চতুর্বেদির স্ত্রী খুবই সুশ্রী এবং দয়ালু মহিলা। তিনি আমাকে শাল, কাপড় ও উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ঘরে রান্না করা খাবারও এনে দিয়েছিলেন আমাদের।
বিবিসির রেহান ফজল রাজেন্দ্র চতুর্বেদিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কেন তার স্ত্রীকে ফুলন দেবীর সাথে দেখা করাতে নিয়ে গেলেন।
সেসময় মি. চতুর্বেদি বলেছিলেন, আমি ফুলনকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমি তাকে কতটুকু বিশ্বাস করি।
১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিন্ড জেলায় ফুলন দেবী ও তার দলের আত্মসমর্পণের দিন ঠিক করা হয়।
রাজেন্দ্র চতুর্বেদি বলছিলেন তার আগের দিন রাতে থাকার জন্য একটি ডাক বাংলো ঠিক করা হয়েছিল।
ঐ ডাক বাংলো থেকে যখন আমরা গাড়ি দিয়ে ভিন্ড যাচ্ছিলাম, তখন তারা (ফুলন দেবীর দল) ফাঁকা গুলি চালাতে চালাতে যায়। যেখানে আত্মসমর্পণ হওয়ার কথা ছিল, সেখানে স্টেজে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং আগে থেকেই ছিলেন।
স্টেজে পৌঁছেই সেখানে রাখা গান্ধীজীর ছবিতে ফুলন দেবী প্রনাম করেন। তারপর সেখানে উপস্থিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তার হাতের রাইফেল উঁচু করে, তারপর সেটি অর্জুন সিংয়ের পায়ের কাছে রাখেন।
১৯৮৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ফুলন দেবী জেলে ছিলেন।
তবে এর মধ্যে তাকে কখনোই উত্তর প্রদেশের কোনো জেলে নেয়া হয়নি।
১৯৯৪ সালে তার বিরুদ্ধে থাকা সব মামলা তুলে নেয়া হয় এবং তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান।
এরপর ১৯৯৬ সালে তাকে সমাজবাদী পার্টি লোকসভা নির্বাচনের টিকেট দিলে তিনি মধ্য প্রদেশ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
এরপর ১৯৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচনে জেতেন।
সাংসদ থাকা অবস্থাতেই ২০০১ সালের ২৫শে জুলাই তার দিল্লির বাসভবনের সামনে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে শের সিং রানা নামের এক যুবক।
ফুলন দেবীকে গুলি করে হত্যা করার আগে এই শের সিং রানা তার পরিবারের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন বলে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ফুলন দেবীর স্বামী উমিদ সিং।
আমাদের একটি সামাজিক সংগঠন ছিল একলব্য সেনা। ঐ সংগঠনে উত্তরাখন্ডের এক নারী ছিল যার আমাদের বাসায় যাওয়া আসা ছিল। ঐ মেয়েটির গাড়ির ড্রাইভার ছিল শের সিং রানা।
ঐ মেয়েটির সাথে সাথেই শের সিং আমাদের ঘরে আসা শুরু করে।
যেদিন খুন হয়, সেদিনও ছেলেটি আমাদের বাসায় আসে। সেদিন ছিল নাগ পঞ্চমীর দিন, বলছিলেন উমিদ সিং।
সেদিন ফুলন দেবী শের সিংকে নিজের হাতে তৈরি করা ক্ষীরও খাওয়ান। খাওয়া শেষে উনি ১১ টার দিকে পার্লামেন্ট চলে যান। তখন শের সিংয়ের গাড়ি আমাদের বাসার দরজার সামনেই রাখা ছিল।
পার্লামেন্ট থেকে তিনি ফেরত আসার পর গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথেই তাকে গুলি করে পালিয়ে যান শের সিং।
ফুলন দেবীর গায়ে সেদিন ৯টি গুলি লেগেছিল আর তার দেহরক্ষীর গায়ে দুটি গুলি লাগে।
আততায়ী শের সিং রানাকে দুইদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে হাই সিকিউরিটি তিহার জেলে পাঠানো হয়।
তিন বছরের মধ্যে ২০০৪ সালে জেল থেকে আদালতে নেয়ার সময় তিনি পালিয়ে যান এবং ২০০৬ সালে আবার ধরা পড়েন।
২০১৪ সালে দিল্লির একটি আদালত ফুলন দেবী হত্যার দায়ে শের সিং রানাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও ২০১৬ সালে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

সাময়িকী

৯ জুন ছিল ভগবান
বিরসা মুন্ডার প্রয়ান দিবস

'বীরসা ভগবান' নামে 'মুন্ডা' সম্প্রদায়ের কাছে চির পূজনীয় বিরসা মুন্ডা

'বীরসা মুন্ডা' যিনি 'ধর্তী আবা' অথবা 'বীরসা ভগবান' নামে 'মুন্ডা' সম্প্রদায়ের কাছে চির পূজনীয়, তিনি ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ভারতের তৎকালীন জেলা 'রাঁচী'র উলিহাটু গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বর্গাচাষী। আর দশজন 'মুন্ডা' বালকের মত 'বীরসা মুন্ডা'র ও শৈশব কাটে ভেড়ার পালে কিংবা ধুলোয় খেলাধুলা করে। অভাবের তাড়নায় 'বীরসা মুন্ডা'র লেখাপড়া করা হয়ে উঠছিলনা তবে বাঁশি বাজানোর পারদর্শিতার কারণে তিনি দীর্ঘদিন গ্রাম্য নাট্যদল 'আখড়া'তে সময় কাটান। পরবর্তীতে 'বীরসা মুন্ডা'কে তাঁর মামার বাড়ি আয়ুভাতু'তে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে তিনি 'সালগা'তে জয়পাল নাগ নামক জনৈক ব্যাক্তি কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হন। মাত্র দুই বছরে জয়পাল নাগ 'বীরসা মুন্ডা'র মেধার চরম পরিচয়

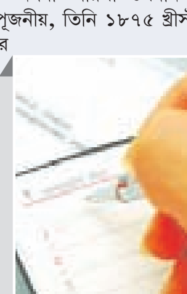

জগন্নাথ দত্ত
কলামিস্ট

পেয়ে যান এবং তাকে জার্মান মিশন স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সেসময় মিশন স্কুল গুলোতে দেশীয়দের ভর্তির প্রধানতম শর্ত ছিল খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া। খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে 'বীরসা মুন্ডা' নাম ধারন করলেন 'বীরসা ডেভিড' যা পরবর্তীতে হয় 'বীরসা দাউদ'। স্কুলের স্বাভাবিক পাঠে ড. নটরট নামক জনৈক শিক্ষক একদিন যখন বারংবার 'মুন্ডা'দের নিয়ে অপমানজনক কথা বলে চলেছিলেন তখন তিনি তাঁর সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রতিবাদ স্বরুপ স্কুল ত্যাগ করেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ন টার্নিং পয়েন্ট যেখানে তার 'সাহেব সাহেব এক টোপি হ্যায়' (সব ইংরেজই এক) নামক বিখ্যাত অনুধাবনটি সামনে চলে আসে। ১৮৮৬-১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি জার্মান মিশন স্কুলে অবস্থান করেন যেখানে খ্রিস্ট ধর্ম তাঁর নিজের ধর্মকে নিয়ে তাকে ভাবার অবকাশ করে দেয়। খ্রিস্ট ধর্মের আদলে তিনি তার নিজের ধর্মকে একটা অবয়ব দিতে চেষ্টা করেন। কিশোর বীরসা 'মুন্ডা'দের স্বর্ণযুগ এবং অতীতের 'উলগুলান' সংক্রান্ত গল্পগুলো বেশ মনযোগের সাথে শুনতেন এবং সর্বদা 'উলগুলান'কে আবারো একটা রুপ দিতে উদগ্রীব থাকতেন। নিজের জীবনের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশের পরিবর্তে তিনি লক্ষ্য করা শুরু করেন যে তার হাজারো 'মুন্ডা'র ধর্ম ত্যাগের ফলে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, আচারপ্রথা সব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তিনি অনুধাবন করেন যে অত্যাচারিত 'মুন্ডা'র কাছে ব্রিটিশ সম্পর্কযুক্ত খ্রিস্ট ধর্ম বিক্রি করা খুব সহজ এবং এটা বেশ শক্তিশালী একটা প্রপঞ্চ।১৮৯০ সালের দিকে তিনি বান্দগাঁও জমিদার জগমোহন সিং এর মুন্সী 'আনন্দ পান্ডে'র সান্নিধ্য লাভ করেন যিনি কিনা একজন পরম বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। 'আনন্দ পান্ডে'র সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভ করেন একই সাথে বৈষ্ণব রীতি নীতি তথা মাংস খাওয়া ত্যাগ, তুলসী গাছে পূজা দেওয়া এবং উপবীত ধারণ (পৈতা) গ্রহন করেন। এই জ্ঞান এবং কর্মকান্ড তাঁকে 'বীরসাইত' নামে মুন্ডাদের জন্য নতুন এক ধর্ম তৈরিতে আগ্রহী করে তোলে যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে, কিছু আইন কানুন রয়েছে, মদ পান থেকে বিরত থাকার মত কিছু উপদেশ রয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন 'মুন্ডা'রা এই ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জাদুবিদ্যা আর ডাকিনী বিদ্যার মত কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন বন্ধ করে দেবে এবং একই সাথে তিনি এই আশাও ছেড়ে দেন নি যে একদিন 'মুন্ডা'রা আবারো তাদের স্বভূমিতে ফিরে যাবে। ১৮৯৫ সালে স্বগোত্রে ফিরে এসে 'বীরসা মুন্ডা' বীর দর্পে নিজেকে নতুন ধর্মের উদ্ভাবক এবং ঈশ্বরের বার্তাবাহক হিসেবে দাবী করে বসলেন। একই সাথে তিনি ভগবান দর্শন করেছেন বলে দাবি করেন এবং নিজেকে রোগ আরোগ্য করার জাদুকরি ক্ষমতাসম্পন্ন একজন অবতার হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি মহাপ্লাবনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হাজার হাজার মানুষ বীরসার নতুন বাণী শোনার জন্য সমবেত হয়। এই নতুন অবতার আদিবাসীদের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, পশুবলি বন্ধ করা, মাদকবর্জন করা, পবিত্র উপবীত ধারণ করা এবং 'সরণ' বা পবিত্র নিকুঞ্জে উপাসনা করার প্রাচীন রীতিতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বীরসা মুন্ডাদের প্রতি আহবান জানান। বীরসার কর্মকান্ড ছিল মূলত একটি পুনরুজ্জীবনবাদী আংেদালন মুন্ডা সমাজকে বিজাতীয় উপাদানমুক্ত করে তাকে তার আদি রূপ দান করাই ছিল এই আংেদালনের লক্ষ্য। খ্রীস্টান ধর্মও এ আংেদালনকে প্রভাবিত করে। বীরসার নিজেকে 'ঈশ্বরের বার্তাবাহক' দাবীটি ধীরে ধীরে পুরোদস্তুর 'ঈশ্বরের দাবী'তে পরিনত হতে থাকে। সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে সে বীরসা ভগবান কিংবা 'ধরিত্রী আবা' (বিশ্ব পিতা) নামে পরিচিতি পেতে থাকে। মানুষেরা তাকে সুপ্রীম ঈশ্বর সিংবোঙ্গার অবতার অথবা সিংবোঙ্গার পুত্র কল্পনা করতে থাকে। বীরসার অসুস্থকে সুস্থতা দান, দৈব বানী, দৈব ক্ষমতা, ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত খবরগুলো খুব দ্রুত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পরতে থাকে। মুন্ডা, ওরাও এবং খাড়িয়ারা দলে দলে তাদের নতুন ঈশ্বরকে দেখতে, সুস্থতা কামনা করতে এবং মনের বাসনা পূরনে নব্য এই ঈশ্বরের কাছে ভীড় জমাতে শুরু করে। বীরসা মুন্ডা মূলত একজন স্বপ্নদর্শী মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ব্রিটিশদের এই উপমহাদেশে আগমনের উদ্দেশ্য মূলত অত্যাচার আর লুন্ঠন। একই সাথে তিনি এটাও বুঝে গিয়েছিলেন যে ব্রিটিশদের এই হীন উদ্দেশ্যের বিপক্ষে প্রতিবাদপ্রতিরোধ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় মুক্তির কোন পথ খোলা নেই। আর এই প্রতিরোধের জন্য সম্মিলন খুব জরুরী একটা বিষয় ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে একমাত্র ধর্মই পারে এই মানুষগুলোকে একটা ছাতার নিচে নিয়ে এসে জড়ো করতে। তিনি মূলত ধর্ম আর রাজনীতির একটা সমন্বয় ঘটানো এবং এই সমন্বয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরে একটা সেনা সংগঠন তৈরির নিমিত্তে গ্রাম থেকে গ্রামে যাত্রা করা শুরু করেন যেখানে 'মুন্ডা'দের মাঝে ধর্মীয় বানী প্রচারের পাশাপাশি তিনি 'মুন্ডা' আদিবাসীদের, ইংরেজ ও খ্রিস্টান মিশনারি যে আলাদা কিছু নয় তা বোঝাতে শুরু করলেন এবং একই সাথে একসময়ের সর্দারদের করা 'উলগুলান' (প্রবল বিদ্রোহ)কে তিনি পুনরায় উজ্জীবিত করতে চাইলেন। তিনি অনুসারীদের বোঝাতে শুরু করলেন সাদারা কখনো গরিব দুঃখী আদিবাসীদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। মিশনারি এবং অফিসার সবাই এক জাত এরা আমাদের শোষণ, লুন্ঠন এবং অত্যাচার করার জন্যই এসেছে। তিনি সকলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং বীরদর্পে ঘোষণা করেন - 'আবুয়া রাজ স্তে জানা, মহারানী রাজ টান্ডু জানা' অর্থ্যাত মহারানী রাজ নিপাত যাক আমাদের (মুন্ডা) রাজ কায়েম হোক। বিশ্ব পিতার বীরসার নির্দেশে মুন্ডারা, জমিদারদের জমিতে হাল চাষ বন্ধ করে দেয়। সেই সঙ্গে সরকারি খাজনাও বন্ধ করে দেয়। এ খবর ব্রিটিশ সরকারের কাছে গেলে ইংরেজ সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার বিশাল সৈন্য বহর নিয়ে অমানবিক নির্যাতন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের আশ্রয়স্থল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে আদিবাসীদের ধরপাকড় ও গ্রেফতার করতে থাকে। 'উলগুলান' মূলত এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। ১৮৯৫ সালের দিকে তিনি তার কর্মকান্ডের জন্য প্রথমবারের মত গ্রেপ্তার হন এবং হাজারীবাগের কেন্দ্রীয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বীরসার গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে 'উলগুলান' কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলেও ১৮৯৭ সালে তিনি যখন কারাগার থেকে মুক্ত হলেন তখন আবারো দ্বিগুন উৎসাহে 'উলগুলান' সংঘটনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিভিন্নভাবে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পুরো কমিউনিটিতে জমিদার এবং ব্রিটিশ বিরোধী আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিয়ে তীরধনুকের দুটো সেনা ইউনিট তৈরি করে ফেললেন। যার একটি সেনা বাহিনী ট্রেইনিং এবং সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য এবং অন্যটি প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য। আসন্ন যুদ্ধের আগে গড়ে তুললেন সুবিশাল খাদ্যের মজুদ। ১৮৯৭ সালে বীরসা মুন্ডা এবং তাঁর ৪০০ সহযোগীর তীরধনুক হাতে খুন্তি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণের মধ্য দিয়ে 'উলগুলান' শুরু হয়ে যায়। এরকম নানা খন্ড খন্ড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে 'উলগুলান' স্থায়িত্ব পায় ১৯০০ সাল পর্যন্ত। অবশেষে ডিসেম্বর ২৪, ১৮৯৯ যুদ্ধের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বীরসা বাহিনী প্রথমার্ধে খুন্তি, জামার, বাসিয়া এবং রাঁচির পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমন করে যেখানে ৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন এবং ৩২ জন পালিয়ে যান, ৮৯ টি জমিদার বাড়ি, চার্চ এবং ব্রিটিশ সম্পত্তি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। প্রতিরোধ যুদ্ধের এই আগুনের দামামা ছোট নাগপুর প্রদেশের প্রায় ৫৫০ বর্গ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এতে করে ব্রিটিশ প্রশাসন এতটাই ঘাবড়ে যায় যে যুদ্ধের চতুর্থ দিনে রাচীর ডেপুটি কমিশনার সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে বাধ্য হন। যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে 'মুন্ডা বাহিনী'র হাতে ছিল বিষ মাখানো তীর এবং ধনুক যেটি ব্রিটিশ সেনার আধুনিক অস্ত্রের সামনে পরাজিত হিসেবে গন্য হয়। ব্রিটিশ সেনা বাহিনী তাদের আধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে 'আদিবাসী'দের মধ্যে ম্যাসাকার চালায়। শত শত 'আদিবাসী' প্রাণ হারায়। এই বিদ্রোহটি পুরো ব্রিটিশ প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। বীরসা মুন্ডা কে গ্রেপ্তার কারীর জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষনা করা হয়। পরবর্তীতে মুন্ডা যোদ্ধাদের সম্মিলন স্থল ডুম্বারী নামক পাহাড়ে ব্রিটিশ ফোর্স এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পুরো পাহাড়কে 'আদিবাসী' যোদ্ধা এবং মানুষের লাশে পরপূর্ন করে দেয়। সম্মিলন স্থল থেকে বীরসা কোন ভাবে পালাতে সক্ষম হলেও ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯০০ সালে চক্রধরপুরের জামকোপাই নামক জঙ্গল হতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি আটক হন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে কারাগারের অন্ধকারের কুঠরিতে নিক্ষেপ করা হয়। বীরসা মুন্ডাকে পেয়ে অন্য আটককৃত আসামীদের মধ্যে আরও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। কারাবাসীরা বীরসা মুন্ডাকে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয় এবং বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে তারা অর্থাৎ কারাবন্দীরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পায়। বীরসা মুন্ডার তেজোদীপ্ত কথায় উজ্জীবিত হন সব কারাবন্দী। ইংরেজ সরকার অবস্থা বেগতিক দেখে কৌশলে কারা অভ্যন্তরে এক ডাক্তারকে পাঠিয়ে চিকিৎসার নামে বিষক্রিয়ার মাধ্যমে এই মহাপুরুষ বীরসা মুন্ডাকে ১৯০০ সালের জুন মাসের ৯ তারিখে হত্যা করে। বীরসা মুন্ডার মৃত্যুকে জেল কর্তৃপক্ষ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মর্মে প্রকাশ করে। এই বিদ্রোহের মহানায়কের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এখান থেকে প্রেরণা নেয় গোটা ভারতবাসী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুক্তিকামী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী একে একে স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে পারে। আদিবাসীদের মধ্যে এই ঘটনাই প্রেরণার উৎস হয়ে তাদের উৎসাহিত করে তোলে। সব আদিবাসী ওই মহান পুরুষ মুন্ডা বিদ্রোহের মহানায়ক বীরসা মুন্ডাকে আজও ভগবান বীরসা মুন্ডা বলে অন্তরে ধারণ করে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ক্যারিবিয়ানদের সহায়তায় ১০ কোটি ডলারের ঘোষণা দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বৃহস্পতিবার ক্যারিবিয়ানদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র ১০ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিযোগে করছে বলে ঘোষণা করেছেন। ঐ অর্থে অস্ত্র পাচার বন্ধ করা, হাইতির মানবিক সংকট প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্যোগকে সহায়তা করা হবে। বাহামায় ক্যারিবিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সফরের আগে তিনি এই ঘোষণা দেন। হ্যারিস এবং বাহামারপ্রধানমন্ত্রী ফিলিপ ডেভিস ঐ বৈঠকের আযোজন করছেন।

দ্বীপ দেশগুলিতে সহিংস অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ার রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের সাথে জড়িত মামলাগুলি তদারকি করার জন্য একজন সমন্বয়কারী নিযোগে করবে বলে আশা করছে। এছাড়াও, পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই অঞ্চলে ফরেনসিক কাজের উন্নতিতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং স্থানীয় পুলিশ বিভাগগুলিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। তারা ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোভিত্তিক একটি ইউনিটকে সহায়তা করবে যার লক্ষ্য দ্বীপপুঞ্জগুলিকে বন্দুক সম্পর্কিত মামলাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করা এবং বন্দুক সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা ও তা বিশ্লেষণের জন্য প্রশিক্ষনে সহায়তা করা।

যুক্তরাজ্যের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ক্যারিবীয় অঞ্চলে স্থানীয় বিচারক ও প্রসিকিউটরদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি কর্মসূচীপ্রতিষ্ঠা করবে যাতে দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে বন্দুক সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ক মামলাগুলো বিচারে যে জট সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতির উন্নয়নে সাহায্য করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক হাইতির জাতীয় পুলিশ বাহিনীর সাথেওকাজ করবে বলে আশা করছে। গ্যাং সহিংসতা বৃদ্ধি রোধে লড়াইকরার জন্য ঐ বিভাগের তহবিল এবং কর্মী সংখ্যা স্বল্প থাকায়তারা আমেরিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্যাং, অস্ত্র চোরাচালান এবংমানব পাচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধের তদন্ত এবং বিচারেসহায়তা করবে।

বন্যা দুর্গত খেরসন পরিদর্শন করলেন জেলেন্সকি

ইউক্রেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী মাসে নেটোর শীর্ষ সম্মেলনের আগে সোমবার নেটো প্রধান জেন্স স্টলটেনবার্গের সাথে কথা বলবেন। ঐ সম্মেলনে আলোচ্যসূচির শীর্ষ বিষয় ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার কার্যালয় বলেছে, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি আফ্রিকান নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল যারা সংঘাত সমাধানে সহায়তা করতে চাইছেন তাদের রাশিয়া এবং ইউক্রেনে আসন্ন সফর সম্পর্কে কথা বলেছেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার বলেছেন, তিনি খেরসন অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন, সেখানে হাজার হাজার মানুষ কাখোভকা বাঁধ ধ্বংসের পর বন্যার প্রভাব মোকাবিলা করছে।

তিনি বলেন, বৃহৎ পরিসরে প্রচেষ্টার প্রয়োজন যার মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিটি অফ দ্য রেড ক্রসের মতো গোষ্ঠীর সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত।

আইসিআরসি বুধবারের শুরুতে বলেছিল, এটি বাঁধ ধ্বংসের মানবিক প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য ইউক্রেনের রেড ক্রসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করছে। বৃহস্পতিবার খেরসন অঞ্চলের গভর্নর বলেছেন, প্রায় ৬০০ বর্গকিলোমিটার পানির নিচে রয়েছে। গভর্নর ওলেক্সান্ডার প্রকুদিন বলেন, প্লাবিত জমির প্রায় দুইতৃতীয়াংশ রাশিয়ার দখলে থাকা নিপ্রো নদীর পাশে অবস্থিত, একতৃতীয়াংশ এখনো ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

প্রকুদিন জানান, বন্যা কবলিত এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে।

মঙ্গলবার জলবিদ্যুৎ বাঁধটি ধসে পড়ে, রাশিয়া এবং ইউক্রেন একে অপরকে এর জন্য দায়ী করে।

কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্বস্বীকৃতি দিবস ২০২৩ উদযাপন করেছে

নির্মাল্য গাংগুলী

কলকাতা ঃ ডাঃ জি. বাবু, ডিরেক্টর, সিএআরআই, কলকাতা জানান যে অধ্যাপক রবিনারায়ণ আচার্য, ডিরেক্টরজেনারেল, সিসিআরএএস, নয়া দিল্লির নির্দেশনা ও সহায়তায়, এই ইনস্টিটিউটের হাসপাতাল বিভাগ জুন, ২০২৩-এ এনএবীএইচ স্বীকৃতি পেয়েছে।যেখানে, ইনস্টিটিউটের বায়োকেমিস্ট্রি এবং প্যাথলজি বিভাগ জুলাই, ২০২৩ এ এনএবীএল মেডিকেল এন্ট্রিলেভেল স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই ইনস্টিটিউটের ফার্মেসি বিভাগ ইতিমধ্যেই ২০২১ সাল থেকে ৪০ ধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির জন্য জীএমপী সার্টিফিকেশন পেয়েছে। এটি সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম আয়ুষ হাসপাতাল যেখানে এনএবীএইচ এবং এনএবীএল স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি আরও আশ্বস্ত করেছেন যে এই ইনস্টিটিউটের হিস্টোপ্যাথোলজি, রসায়ন, মাইক্রোবায়োলজি এবং ফার্মাকগনোসির মতো অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষাগার গুলি কয়েক মাসের মধ্যে NABL 17025-2017 পাবে কারণ এটির জন্য অডিট চলছে।

হাসপাতালে জনসভারও আয়োজন করা হয়েছিল ডাঃ জিবাবু, পরিচালক, ডাঃ বিকেসরকার (সহকারীপরিচালক, ফার্মেসি), ডাঃ অমিতকুমার দীক্ষিত (সহকারীপরিচালক, বায়োকেমিস্ট্রি), ডাঃ শরদডিপাওয়ার (সহকারী পরিচালক, ফার্মাকোলজি), ডাঃ টিকেমন্ডল (সহকারী পরিচালক, আয়ুর্বেদ), ডঃ ডিএস সাহু (গবেষণা কর্মকর্তা, আয়ুর্বেদ) এবং শ্রীমতি মানসী দাস (গবেষণাকর্মকর্তা, রসায়ন) ও স্বীকৃতির সচেতনতার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রোগীরাই সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী কারণ সার্টিফিকেশনের ফলে উচ্চমানের যত্ন এবং রোগীর নিরাপত্তাপাওয়া যায় এবং পুরো ব্যবস্থা রোগী কেন্দ্রিক নিশ্চিত করা হয়। এই ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি গুণগত যত্নের প্রতিশ্রুতির জন্য ক্রমাগত উন্নতি প্রোগ্রামকে উদ্দীপিত করেছে। এটি কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলিতে সম্প্রদায়ের আস্থাবাড়াবে। অনুষ্ঠানও মিডিয়া সমন্বয় করেন ডঃঅমিত কুমার দীক্ষিত (সহকারীপরিচালক, বায়োকেমিস্ট্রি), ডঃ শরদডিপাওয়ার (সহকারীপরিচালক, ফার্মাকোলজি) এবংশ্রীউৎপলহাজরা, টেকনিশিয়ান।

আগামী ২০ থেকে ২২ জুনের মধ্যে চা বাগান এলাকায় ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় শুরু করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২৬০০ অধিক ছাত্রছাত্রী প্রস্তাবিত আদর্শ বিদ্যালয় গুলোতে নাম ভর্তি করেছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের চা বাগান এলাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবিক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে চা বাগান এলাকায় মোট ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগামী ২০ থেকে ২২ জুনের মধ্যে চা বাগান এলাকায় এই ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বিদ্যালয় গুলোতে ইতিমধ্যে ২৬০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর চা বাগান এলাকার প্রস্তাবিত ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু সহ শিক্ষা বিভাগের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন নতুন আদর্শ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নতুন করে ১৩০ জন শিক্ষক শিক্ষিকার নিযুক্তি হয়েছে। এই নবনিযুক্ত শিক্ষকশিক্ষিকার সঙ্গে ভাব বিনিময় করার উদ্দেশ্যে এদিনের বৈঠক আযোজন করা হয়েছে। কিভাবে এই বিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আগামী ২০ থেকে ২২ জুনের মধ্যে চা বাগান এলাকায় এই ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করা হবে। তাছাড়া এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এই বিদ্যালয় গুলোতে ইতিমধ্যে ২৬০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করেছে। ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয়ের বিপরীতে ২৬০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তির বিষয়টি অত্যাধিক ইতিবাচক সংবাদ। বিশেষ করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে ১৫০ ছাত্রছাত্রী নাম ভর্তি করেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর

আগে ৯৬ টি বিদ্যালয় শুরু করা হয়েছিল। চলতি বছরে আরও ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় আরম্ভ করা হবে। পূর্ত বিভাগ এই কয়েকদিনের মধ্যেই আরো ১০০ টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। চা বাগান এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এতদিন না থাকলেও সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে সরকার। সাধারণ জনতার সহায় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রস্তাবিত ১৯ টি আদর্শ বিদ্যালয় প্রকৃতার্থে যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য আটজন করে যুব শিক্ষকশিক্ষিকাদের নিযোগে করা হয়েছে। এই নবনিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে মনোননিবেশ করে নিজের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে সে ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সাধারণত চা বাগানের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা যায়। এই ভাষার সমস্যাটি একটি ব্যতিক্রমী চিন্তার মাধ্যমে সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভাষার মধ্যে থাকা এই গ্যাপ টি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের বলা হয়েছে। তাছাড়া নবনিযুক্ত শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রয়াত সাংবাদিক সুভাষ জির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হবে ১১ তারিখে

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল মহকুমার প্রয়াত সাংবাদিক সুভাষ জির ১১ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে, হোটেল রাহুল প্যালেস, চান্ডিল বাজারে আযোজিত শ্রদ্ধা সভা শেষে সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক আলোচনার আযোজন করা হবে। চান্ডিল মহকুমা এলাকার সাংবাদিকদের উদ্যোগে আযোজিত এ কর্মসূচিতে এলাকার আলোকিত নাগরিক, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। কর্মসূচী নিয়ে বৃহস্পতিবার চান্ডিলে সাংবাদিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চন্ডিলের সাংবাদিক সুমঙ্গল কুণ্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ১১ জুন রবিবার সকাল ৯টায় শ্রদ্ধা নিবেদনের আযোজন করা হবে। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে। আলোচনায় জনপ্রতিনিধি ছাড়াও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, আলোকিত নাগরিক ও সাংবাদিকরা তাদের মতামত তুলে ধরবেন। সাংবাদিক বিশ্বরূপ পান্ডা, প্রকাশ, জগন্নাথ চ্যাটার্জি এবং দিলীপ কুমার বৈঠকে যুক্ত ছিলেন।

মেসিজ্বর মায়ামির বাস্কেটবলের কোর্টেও

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে এখন লিওনেল মেসিজ্বর।

খুব একটা বাড়িয়ে বলা হলো? যাদের কাছে ফুটবল এখনো 'সকার', সেখানেই খেলতে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। অন্তত মায়ামি ঠিকই টের পাচ্ছে মেসির উত্তাপ। ইন্টার মায়ামির ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার সংখ্যা বাড়ছে তরতরিয়ে, ফ্লোরিডার রাস্তায় ফুটে উঠছে মেসির ম্যুরাল। টিকিটের দামও আকাশছোঁয়া। এনবিএর ফাইনালের মাঝে ফুটে উঠছে মেসিকে স্বাগত জানানো বার্তা। আর এনবিএ তারকারা বছরের সবচেয়ে বড় সিরিজের মাঝে সংবাদ সম্মেলনে দিচ্ছেন মেসিসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর! এনবিএর ফাইনালে ওঠা মায়ামি হিটের সবচেয়ে বড় তারকা জিমি বাটলার বলেছেন, মেসির মায়ামি আসার খবরে তিনি 'রোমাঞ্চিত'।

এমনিতে বাটলার ফুটবলসমর্থক, দলের মাঝে ফুটবলবিশেষজ্ঞ বলেও পরিচিত ছয়বারের এনবিএ অলস্টার। মেসির মায়ামিতে আসার প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে কেমন হতে পারে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে বাস্কেটবল তারকা বলেন, 'অনেক ভালো কিছু হবে। সে এই সুন্দর খেলাটির অন্যতম সেরা একজন খেলোয়াড়। আমি মায়ামি শহর নিয়ে রোমাঞ্চিত, তার মানের একজনকে পেয়ে। আমি অনেক দিক দিয়েই মায়ামি শহর নিয়ে রোমাঞ্চিত।'

গত চার মৌসুমে দ্বিতীয়বারের মতো এনবিএ ফাইনালে খেলছে মায়ামি। ডেনভার নাগেটসের সঙ্গে বেস্ট অব সেভেন সিরিজে অবশ্য ২-১ গেমে পিছিয়ে তারা। এর মাঝেই মেসির আসার খবরে দারুণ খুশি তিনি, 'অবশ্যই আমরাও ফাইনালে উঠেছি, আমাদের সামনে দারুণ কিছু করার সুযোগ। সে এখানে আসছে, ফলে বিশ্বের অনেক জায়গা থেকে ফুটবল সমর্থকেরা এখানে আসবে, তাকে খেলতে দেখার সুযোগ পাবে। আমি আনন্দিত সে এখানে আসছে।'

ফুটবলের সঙ্গে বাটলারের সম্পর্কটা পুরোনোই। মায়ামি হিটের সর্বশেষ ম্যাচেও কোর্টের পাশে তারকাসারিতে ছিলেন নেইমার ও পল পগবা। নেইমারের সঙ্গে বাটলারের বন্ধুত্বও আছে, ম্যাচের আগে অনুশীলনেও দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। বাটলার বলেছেন, মেসির সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে এর আগে। যদিও খুব ভালোভাবে পরিচয় নেই তাঁদের।

এখন মেসি যেহেতু আসবেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বাটলার বলেছেন, 'হয়তো না। আমি জানি তার অনেক কাজ থাকবে এমনিতেই। এ শহরের জন্য বিশেষ কিছুই করতে আসছে সে। আমি হয়তো সেভাবে যোগাযোগ করব না। তবে আমি খুশি, সে আসছে। সত্যিই খুশি। আর আমি জানি, সে এখানে এলে আমাদের কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ হয়ে যাবে।'

শুধু বাটলার নয়, মেসির মায়ামি আসা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল হিটের অন্য দুই তারকা কাইল লরি ও গেব ভিনসেন্টকেও। লরি মজা করে বলেছেন, 'সে অনেক টাকা পাবে!' এরপর অবশ্য বলেছেন, 'দারুণ হতে যাচ্ছে। এমএলএস দারুণ একটি লিগ, তারা জানে কীভাবে বাজার ধরতে হয়। সেরা ফুটবলারদের আনছে। সে তার সঙ্গে ভিন্ন একটি সমর্থক গোষ্ঠী আনবে, লিগের আয় বাড়বে।'

লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ইন্টার মায়ামি এখন নতুন একটি স্টেডিয়াম তৈরি করছে। লরির আশা, নতুন ভেন্যুতে মেসির দলের আবহটা হবে দারুণ, 'দর্শকেরা উপভোগ করবে। আমি নিশ্চিত যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলের জন্য দারুণ হবে।' নিজে মেসিভক্ত, এক ফাঁকে সেটিও জানিয়ে রেখেছেন ৩৭ বছর বয়সী এ পয়েন্ট গার্ড।

আর ভিনসেন্টের মতে, মেসির মায়ামিতে যোগ দেওয়ার খবরে মোটেও অবাক হননি তিনি, 'কয়েক বছর আগেই তার এখানে আসার গুঞ্জন শুনেছিলাম। তবে অনেক কথাই তো শোনা যায়। আমার মনে হয়, তার দিক থেকে ভালো সিদ্ধান্ত। চুক্তিতে যা দেখলাম, তাতে যে কেউই রাজি হবে। আমি তার ও তার পরিবারের জন্য খুশি। আশা করি মায়ামির জন্য সে দারুণ কিছু আনবে।' মেসির আগমনের ছোঁয়া অবশ্য বাস্কেটবলের বাইরেও লেগেছে। 'আমেরিকান ফুটবল' দল মায়ামি ডলফিনের ১০ নম্বর টাইরিক হিল এক ভিডিও বার্তায় মজা করে বলেছেন, 'আমি লিওনেল মেসিকে স্বাগত জানাতে চাই। এখন আমাদের দুজন ১০ নম্বর হয়ে গেল, আমি জানতে চাই, কে বেশি দ্রুতগতির। তবে যাই হোক, তোমাকে অভিনন্দন।'

ভারতের বিপক্ষে বল টেম্পারিং করেছে অস্ট্রেলিয়া, অভিযোগ পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যানের

ওভাল ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ানরা বল টেম্পারিং করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী। ৫২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের মতে, ডিউক বলে কমপক্ষে ৪০ ওভার খেলা না হলে রিভার্স সুইং করানো যায় না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পেসাররা সেটি ১৫ ওভারের পরই করাতে পেরেছেন। যে কারণে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ভোগাতে পেরেছেন মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, ক্যামেরন গ্রিনরা। প্রথম ইনিংসে আউট হয়েছেন বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারারা।

১৯৯৬ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা বাসিত আলী ক্রিকেট নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'বাসিত আলী শো'তে কথা বলেন। গতকাল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে যে অনুষ্ঠানটি করেন, তার শিরোনাম দেন 'অস্ট্রেলিয়া নিশ্চিতভাবে বল টেম্পারিং করেছে'।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাসিত বলেন, 'যাঁরা ম্যাচটি টিভিতে দেখেছেন, ধারাভাষ্য দিয়েছেন এবং আম্পায়ারিং করেছেন, তাঁদের সবার জন্য হাততালি দিচ্ছি। অস্ট্রেলিয়া এত পরিষ্কারভাবে বল বানিয়েছে, কিন্তু কেউই কিছু বলল না।' অস্ট্রেলিয়ার 'বল বানানো'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বাসিত বলেন, 'সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ব্যাটসম্যানের বল ছেড়ে দিতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যাওয়া। প্রমাণ দিচ্ছি। ৫৪তম ওভারে শামি যখন বোলিং করছিল, তখন বলের শাইন ছিল বাইরের দিকে, বল স্মিথের কাছ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এটাকে রিভার্স সুইং বলে না। রিভার্স সুইং হচ্ছে যখন শাইন ভেতরের দিকে থাকবে এবং বল ভেতরে ঢুকবে।'

অস্ট্রেলিয়াকে ৪৬৯ রানে অলআউট করে ব্যাটিংয়ে নামার পর প্রথম ২০ ওভারের মধ্যেই বিপর্যয়ে পড়ে ভারত। স্কোরবোর্ডে ৭১ রান তুলতে আউট হন রোহিত শর্মা, শুবমান গিল, চেতেশ্বর পূজারা ও বিরাট কোহলি। বাসিতের মতে, ১৫তম ওভারের কাছাকাছি সময়ে বল টেম্পারিং করেছে অস্ট্রেলিয়া।

ওই সময়ের কথা তুলে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, '১৬, ১৭ আর ১৮তম ওভারের দিকে তাকান। যে বলটায় কোহলি আউট হলো, ওটার শাইন দেখুন। মিচেল স্টার্কের হাতে থাকা বলের বাইরের দিকে শাইন ছিল, কিন্তু বলটা গেল উল্টো দিকে। জাদেজা খেলল অন সাইডে, বল উড়ে গেল পয়েন্টের দিকে। আম্পায়ার কি তখন অন্ধ ছিলেন? সেখানে যারা যারা ছিল, কেউই এই সাধারণ ব্যাপারটা দেখল না!'

বাসিত যে সময়ের কথা বলেছেন, সে সময়ে ভারতের দুই ব্যাটসম্যান আউট হন। ১৪তম ওভারের পঞ্চম বলে ক্যামেরন গ্রিনের বলে পূজারা আর ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মিচেল স্টার্কের বলে কোহলি। গ্রিনের বলটি ছিল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে, পূজারা ব্যাট উঁচিয়ে ছেড়ে দিতে চাইলে বল ভেতরে ঢুকে অফ স্টাম্পে আঘাত হানে। আর স্টার্কের বলে কোহলি আউট হন বুকের দিকে ছুটে আসা বল স্লিপে ক্যাচ দিয়ে। দুটি ডেলিভারি বিশ্লেষণ করে বাসিতের মন্তব্য, 'গ্রিন বলের শাইনের দিকটা সামনে রেখে পূজারাকে বোলিং করেছে, আর বল কি না ধেয়ে গেল ভেতরের দিকে? আমি অবাক। বিসিসিআই এত বড় ক্রিকেট বোর্ড, তারা কি এটা দেখেনি? না দেখার মানে হচ্ছে, আপনি ক্রিকেটের দিকে মনোযোগী নন। ভারত ফাইনালে উঠেছে এতেই তারা খুশি। ১৫-২০ ওভারের সময় বল কি রিভার্স সুইং করে? তাও ডিউক বলে? কোকাবুরা বল রিভার্স সুইং করতে পারে। কিন্তু ডিউক বলে রিভার্স সুইং করতে অন্তত ৪০ ওভার লাগে।'

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আটকে গেছে কান্তের সৌদি যাত্রা

প্যারিস ঃ ইউরোপিয়ান ফুটবলের সেরা তারকাদের দলে ভেড়াতে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে সৌদি আরবের ক্লাবগুলো। গত জানুয়ারিতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দলে ভিড়িয়ে এ অভিযান শুরু করে সৌদি ক্লাব আল নাসর। এরপর আল নাসরের পথ ধরে মাঠে নেমেছে অন্যরাও। তাদের চোখ ছিল লিওনেল মেসি, করিম বেনজেমা, সের্হিও রামোস এবং এনগোলো কান্তের মতো তারকাদের ওপর। মেসি শেষ পর্যন্ত এমএলএসের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে গেলেও বেনজেমাকে সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদ দলে ভেড়াতে পেরেছে। ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা গত পরশু রাতে মেসি নিজেই দিয়েছেন। মেসিকে নিতে না পারলেও এখন অন্য তারকাদের দিকে হাত বাড়িয়েছে সৌদি আরবের ক্লাবগুলো। যেখানে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি মিডফিল্ডার কান্তে। বেনজেমার সতীর্থ হয়ে কান্তের আল ইত্তিহাদে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে কয়েক দিন ধরে। দুই পক্ষ নাকি চুক্তির ব্যাপারে কথাও সেরে ফেলেছে। তবে সব যখন ঠিকঠাক, বাদ সেধেছে কান্তের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল। আল ইত্তিহাদের একটি সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, কান্তের ক্লাবটিতে আসার প্রক্রিয়া থমকে গেছে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতার কারণে। সেই সূত্রটি বলেছে, 'কান্তে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, চূড়ান্ত চুক্তি নয়। আমরা এখনো স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফল পর্যালোচনা করে দেখছি। তার চোটের লম্বা ইতিহাস আছে। এত বড় চুক্তি সম্পন্ন করার আগে আমরা সতর্ক থাকতে চাই।' ৩২ বছর বয়সী কান্তেকে সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডারদের একজন বিবেচনা করা হয়। চেলসির চ্যাম্পিয়নস লিগ জয় এবং ২০১৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়েও তিনি দারুণ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু গত মৌসুমের প্রায় পুরোটাই চোটের কারণে নাকাল হয়ে ছিলেন কান্তে।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে চেলসির হয়ে ১৮৯ দিন (২০২২ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি) মাঠের বাইরে ছিলেন এই মিডফিল্ডার। এ সময় তিনি চেলসির হয়ে ৩০টি ম্যাচ মিস করেছেন। পাশাপাশি ২০২২ সালের বিশ্বকাপেও খেলা হয়নি তাঁর। পরে চোট কাটিয়ে ফিরলেও খুব বেশি দিন মাঠে থাকতে পারেননি। দুই দফায় ফিটনেস জটিলতার কারণে ৮ ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন কান্তে। ফরাসি তারকার এমন চোটপ্রবণতাই ভাবাচ্ছে ইত্তিহাদ কর্তৃপক্ষকে।

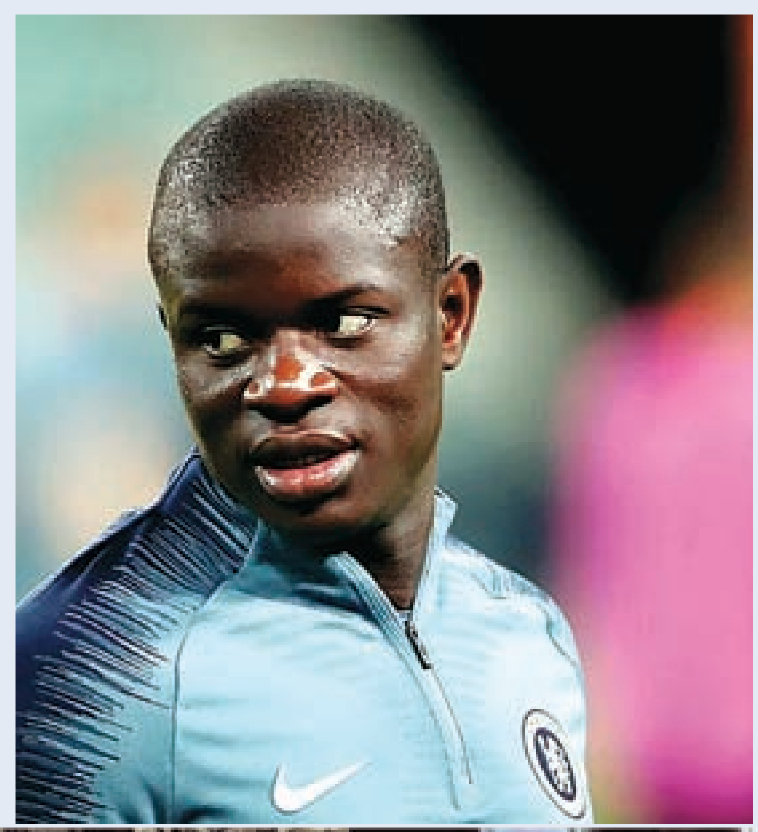

সংক্ষিপ্ত ››

বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় ট্রান্সপোর্ট অফিসে বোমা বিস্ফোরণ

কলকাতা ঃ যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকায় একটি ট্রান্সপোর্ট অফিসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ৮ জুন ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া এলাকার রয়েলের মোড় নামক স্থানে নিউ আলিফ ট্রান্সপোর্ট অফিসে বোমা বিস্ফোরিত হয়। জানা যায়, ভোরের দিকে হঠাৎ করেই বেনাপোল ছোট আঁচড়া রয়েলের মোড়ে নিউ আলিফ ট্রান্সপোর্ট নামক একটি অফিসে বিকট শব্দ হয়। এ সময় অফিসের শার্টার উড়ে যায়। দেয়াল ফেটে যায় এবং আগুন ধরে সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে যায়। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম এসে ২০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে পাশের দোকানপাটেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ভবনের মালিক হাবিবুর রহমান জানান, স্থানীয় মালিপোতা বৃত্তি আঁচড়া গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে লিটন হোসেন ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা করার জন্য আমার ভবনে অফিস ভাড়া নেয়। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আজ জানতে পারলাম তাঁর কাজকর্ম ভালো ছিল না। সে অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত। বোমার শব্দে চারদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। লোকজন ছুটে আসে। বোমার আঘাতে অফিসের শার্টার উড়ে গেছে। ফাটল দেখা দিয়েছে ভবনের দেয়ালে। যেকোনো সময় দেয়াল ধসে পড়তে পারে। বোমার আগুনে অফিসে থাকা সকল জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। স্থানীয়রা জানায়, ভোরের দিকে বিকট শব্দে এলাকার লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। এক পর্যায়ে রাস্তায় এসে দেখতে পাওয়া যায় ব্যস্ততম ছোট আঁচড়া সড়কের নিউ আলিফ ট্রান্সপোর্ট অফিসের মধ্যে আগুন জ্বলছে। এর শার্টার উড়ে গেছে এবং দেয়ালের অনেক স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বেনাপোল ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ রতন কুমার দেবনাথ জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। রাতে অফিস সময় বন্ধ থাকায় এবং দিনের বেলা না হওয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন ভূইয়া বলেন, খবর পেয়ে আগুন লাগা নিউ আলিফ ট্রান্সপোর্ট অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি।

মিয়ানমারে জনপ্রিয় গায়িকার হত্যায় শঙ্কিত সেনা শাসনপন্থী সেলেব্রিটিরা

নেপিদো (ওয়েবডেস্ক)ঃ মিয়ানমারের গায়িকা লিলি নাইং চিয় মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার এক সপ্তাহ পর ইয়াঙ্গনের একটি হাসপাতালে মারা গেছেন। অভিযোগ করা হয়, তিনি যে সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করতেন, তার হত্যাকারীরা ছিল তার বিরোধী।

তার মৃত্যু শুধু সামরিক সরকারের সমর্থকদেরই শোকাহত করেনি, বরং সামরিকপন্থী মিডিয়ার সাথে যেসব সেলেব্রিটি কাজ করছেন তারাও হতবাক হয়েছেন।

আটান্ন বছর বয়সী এই গায়িকা মিয়ানমারের সামরিক জান্তার শীর্ষ নেতাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই সামরিক অধিনায়করা ২০২১ সালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেন। লিলি নাইং চিয় তাদের খবরাখবর যোগাতেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

তাকে হত্যার অভিযোগে দু'ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, এই দু'জন সেনাবাহিনীর বিরোধী একটি গেরিলা গ্রুপের সদস্য ছিলেন যেটি মূলত শহর এলাকায় তৎপর রয়েছে। গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এদের একজনের দুই আত্মীয়কে দৃশ্যত প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হত্যা করা হয়। মিসেস চিয়'র হত্যা সরকারের হাইপ্রোফাইল সমর্থকদের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডের সর্বশেষ ঘটনা।

তার ওপর হামলার ঠিক চার দিন আগে মিয়ানমারের প্রধান শহর ইয়াঙ্গনের একটি চায়ের দোকানে আরেকজন সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী এবং সামরিক সরকারের সমর্থক টিন্ট লুইনকে মাথায় গুলি করা হয়। গত গ্রীষ্মে তার ওপর একটি গুলিবর্ষণের ঘটনায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে তিনি এতদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তিরিশে মে সন্ধ্যায় ইয়াঙ্গনের ইয়ানকিন এলাকায় তার বাড়ির বাইরে গাড়ি পার্ক করার সময় মিসেস চিয় হামলার শিকার হন।

গাড়ির ভেতরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা তার মুখের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হওয়ার পর প্রথমে খবরে বলা হয়েছিল তিনি মারা গেছেন।

কিন্তু আসলে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং ৬ই জুন ভোরে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে কোমায় ছিলেন।

তার পরিবার বিবিসিকে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে এই হামলাকে একজন নিরপরাধ মহিলার ওপর অমানবিক গুলিবর্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সামরিক জান্তাপন্থী ১৭টি সংগঠন এই হত্যার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।

একটি কট্টরপন্থী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী সংগঠন মাবাথা এই ঘটনার পর উন্নত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে।

লিলি নাইং চিয়'কে হত্যার অভিযোগে আটক দু'ব্যক্তি ইয়াঙ্গনের একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠী, যার নাম স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, তার সদস্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজ থেকে কং জার নি হেইন নামের একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যজনের নাম চিয় থুরা।

সন্দেহভাজনরা বিচারের জন্য এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং সেনাবাহিনী দাবি করছে যে অভিযুক্তরা অপরাধ স্বীকার করেছেন।

সামরিক বাহিনী আরও অভিযোগ করেছে যে মিয়ানমারের বিশিষ্ট ছাত্র নেতা ডি নেইন লিন এই গোলাগুলির পেছনে রয়েছেন।

এই দু'ব্যক্তির গ্রেপ্তারের রাতেই কং জার নি হেইনের মা এবং চাচাতো ভাই ইয়াঙ্গনে তাদের বাড়িতে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন।

তার ছোট ভাই এবং ছোট বোন আক্রমণ থেকে পালাতে সক্ষম হন।

সামরিক সরকারের সমর্থক একটি টিভি চ্যানেলের খবর অনুযায়ী, নিরাপত্তা বাহিনী এখন তাদের বন্দুকধারীদের হাত থেকে রক্ষা করছে''।

কিন্তু কে বা কারা এই পরিবারটির ওপর হামলা চালিয়েছে সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ কোন সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কোনও গোষ্ঠীও এর দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

সামরিক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মিসেস চিয়'র সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় সেনা অধিনায়কদের দহরমমহরম ছিল। প্রায়ই তাকে সরকারি অনুষ্ঠানে দেখা যেতো।

মিসেস চিয়'র একটি গান মিয়ানমারের নববর্ষ উৎসব থিংইয়ানের অনানুষ্ঠানিক থিম সং হয়ে উঠেছিল।

মিসেস চিয় সামরিক সরকারকে তথ্য যোগাতেন, এজন্যই তাকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। তার বাড়ির মহল্লায় হাঁড়িপাতিল বাজিয়ে যারা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন তিনি তাদের ভিডিও ফুটেজ সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করেছিলেন, যার ফলে প্রতিবাদকারীদের আটক করা হয়। বিপ্লবী বাহিনীর সাথে জড়িত তরুণদের সম্পর্কেও তিনি সরকারকে খবর দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।।

দু'হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সামরিক অভ্যুত্থান, যার মাধ্যমে অং সান সুচির নির্বাচিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনএলডি)'কে ক্ষমতাচ্যুত হয়, তার ক'মাস পর নিউজ চ্যানেল সিএনএন এবং সাউথইস্ট এশিয়া গ্লোব সংবাদপত্র যখন মিয়ানমার সফর করে তখন তাদের সাথে কথা বলার জন্য মিসেস চিয়'কে বেছে নেয়া হয়।

সে সময় তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে তাকে গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এবং বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিহ্নিত করে তার বাড়ির কাছে ল্যাম্পপোস্টে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, তার বাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়েছে।

আমি সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করি এবং অভ্যুত্থানকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার আশেপাশের অধিকাংশ মানুষ এনএলডিকে সমর্থন করে এবং তারা আমাকে হত্যা করতে চায়, এই গায়িকা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এসব লোক জাতিকে ধ্বংস করতে চায়।

এর পর কোন কোন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন, কারণ কোন্ সেলেব্রিটিরা অভ্যুত্থানবিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছেন তাদের খবর তিনি সরকারকে জানিয়ে দিতেন যাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সামরিক সরকারের হাতে আটক ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো এই অভিযোগ করছে।

মিয়ানমারের একজন খ্যাতনামা গীতিকার অং নাইং সান, যিনি গণতন্ত্রের সমর্থক, সোশ্যাল মিডিয়ায় মিসেস চিয়'র সাথে দীর্ঘদিনের এক বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

গত সপ্তাহে মিসেস চিয়'র হত্যার ছবি ফেসবুকে লাইক করার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

যে কোন মৃত্যুই দুঃখজনক, ১লা জুন এক ফেসবুক পোস্টে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত আঘাত ও ঘৃণার কারণে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

এক সময় এরা দু'জন ছিলেন ভাল বন্ধু, কিন্তু অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার জন্য তিনি মিসেস চিয়'র সমালোচনা করেছিলেন এবং ২০০৯ সালে ঐ বন্ধুত্ব ভেঙে যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মিসেস চিয়'র ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনার ওপর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, মন্তব্য করে কিংবা পোস্ট শেয়ার করার পর অন্তত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেশিরভাগের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারার ৫০৫(ক)এ অভিযোগ আনা হয়েছে।

এটি এমন এক আইন যাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাল খবর প্রচার এবং উসকানি দেয়া একটি অপরাধ।

লিলি নাইং চিয়'র হত্যাকাণ্ড মিয়ানমারের সরকারপন্থী অন্যান্য সেলেব্রিটির মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দিয়েছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে তারা আর সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করবেন না।

কারণ তারা মনে করেন, তাদের কোন নিরাপত্তা নেই এবং যে কোন দিন অস্ত্রধারীরা তাদের দরজায় এসে হাজির হতে পারে।

এদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো থেকে জানা যাচ্ছে, এরা একে অপরকে সাবধানতার সাথে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে বলছেন এবং ঘাড় গুঁজে থাকার জন্য সতর্ক করছেন।

মিয়ানমারের রাজনৈতিক মাইনফিল্ডএ আটকে পড়া একজন হলেন মডেল এবং অভিনেতা পেইং টাখোন, যিনি ২০২১ সালে অভ্যুত্থানবিরোধী বিক্ষোভে যোগদানের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করবেন এই শর্তে তাকে দ্রুত মুক্তি দেয়া হয়।

কিন্তু এপ্রিল মাসে নববর্ষের সরকারি উৎসবে যোগ দেয়ার পর থেকে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হচ্ছে।

রেন্ট বয় নামে তার একটি নতুন সিনেমার ট্রেলারের নিচে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা নানা রকম ক্ষুব্ধ মন্তব্য পোস্ট করেছেন। কেউ কেউ তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন, অন্যরা পোস্ট করেছেন আপনার লজ্জা হওয়া উচিত এবং পাইং টাখোন এখন আর মিয়ানমারের জনগণের নায়ক নয় এবং তিনি এখন নৃশংস সামরিক জান্তার সহযোগী।

এর জবাবে এই অভিনেতা ফেসবুকে তার ২৮ লক্ষ ফেলোয়ারদের প্রতি লিখেছিলেন, মিয়ানমার কোন উন্নতি করছে না কারণ সে দেশের মানুষ একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত।

তবে, তার ঐ পোস্টটি কিছুক্ষণ পরই সরিয়ে নেয়া হয়।

গত এপ্রিলে ইয়াঙ্গুনের এক রেস্তোরাঁয় এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে ইযনে লে নামের একজন র‍্যাপ গায়কের ওপর হামলা চালায়, কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে তিনি লিখেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনীকে ভালবাসা মানেই বেসামরিক সংস্থাগুলোকে ঘৃণা করা নয়।

আমি চরমপন্থা পছন্দ করি না। আমি সত্যিই চাই সবাই শান্তিতে থাকুন এবং ঐক্যবদ্ধ থাকুন, তিনি ঐ পোস্টে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু মিসেস চিয়'র মতো তাকেও সামরিক বাহিনীর চর হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

তবে যেসব সেলেব্রিটি সরকারের সমালোচনা করেছেন তাদের ওপর দমনপীড়ন চলছে।

দেশে লাগাতার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য গত মাসে সামরিক সরকারকে উপহাস করেছিলেন র‍্যাপ গায়ক বিউ হার।

এজন্য শান্তি বিঘ্নিত করা এবং অপপ্রচার ছড়ানোর দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তার পিতা বিখ্যাত সুরকার নাইং মায়ানমার কাবার মা কেয়ায় বু গানটি রচনা করেছিলেন, যার অর্থ বিশ্ব ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামবো না।

এটি ছিল মিয়ানমারে ১৯৮৮ সালের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের সঙ্গীত এবং এখন ২০২১ সালেও সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এই গানটি গাওয়া হয়ে থাকে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশের কয়েক জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহতরাজধানী ঢাকায় ক্ষণিকে বৃষ্টিতে নগরবাসীর কিছুটা স্বস্তি

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। সিলেট জেলাসহ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু কিছু জায়গায় প্রশমিত হতে পারে। ৮ জুন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক বুলেটিনে এই তথ্য জানানো হয়। এদিকে রাজধানী ঢাকার শহর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে হওয়া বৃষ্টির ফলে কয়েক দিন ধরে চলা তীব্র গরম থেকে জনজীবনে কিছুটা স্বস্তি নেমে এসেছে। সকাল থেকেই ঢাকা শহরে আকাশ মুখ ভার ছিল এবং সকালে অফিসগামী মানুষেরা বৃষ্টির মুখে পড়েন। বৃষ্টিপাতের কারণে ঢাকার বেশ কয়েকটি প্রধান সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং ব্যস্ত সময়ে নগরবাসী রাস্তায় আটকা পড়েন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১˜৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের দাবি

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের দাবিতে বাংলাদেশে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বিক্ষোভ করেছে। তাদের বিক্ষোভের উদ্দেশ্য, তারা যাতে ২০১৭ সালে তাদের মাতৃভূমিতে নৃশংস সামরিক দমনপীড়ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে তারা যে নোংরা ও অবহেলিত শিবিরে বসবাস করছে সেই স্থান ছেড়ে যেতে পারে। বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী বসতি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের শিবিরে দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে। প্রায় ছয় বছর আগে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর হামলা থেকে বেশিরভাগ মানুষ পালিয়ে গিয়েছিল। তবে কেউ কেউ সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করছেন। ক্রমবর্ধমান অপরাধ, কঠোর জীবনযাপন এবং মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা আরও বেশি রোহিঙ্গা শরনার্থীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়া এবং ইংেদানেশিয়ার মতো দেশে নৌকায় করে বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর সমুদ্রে ৩৪৮ জন রোহিঙ্গা মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সামান্যই প্রবণতা দেখিয়েছিল। রোহিঙ্গারা বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমারে বিদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বিবেচিত এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করেছে এবং তাদের নির্যাতনের শিকার করেছে। ২০১৮ সাল এবং ২০১৯ সালে প্রত্যাবাসন শুরু করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ শরণার্থীরা বিচারের ভয়ে ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল। ২০ জন রোহিঙ্গা মুসলমানের একটি দল রয়টার্সকে বলেছে, তারা স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে তাদের মাতৃভূমি পরিদর্শন করার পরে শিবিরে বন্দী থাকার জন্য মিয়ানমারে ফিরে যাবে না। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশ বলছে, মিয়ানমারে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনই সংকটের একমাত্র সমাধান। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি সম্প্রতি মাসিক খাদ্য বরাদ্দ ১০ ডলার থেকে কমিয়ে জনপ্রতি ৮ ডলার করেছে।

সিরাজুল আলম খান ঃ এক 'তাত্ত্বিক' আর রাজনীতির 'রহস্য পুরুষ'

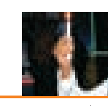

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান শুক্রবার ঢাকায় একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। এক সপ্তাহের বেশি সময় যাবত তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের পরিচিতি 'তাত্ত্বিক নেতা' আর 'রহস্য পুরুষ' হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পরেও তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ। আবার শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধী দল হিসেবে জাসদ গড়ে তোলা এবং সর্বশেষ সেনাবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠনের মতো ইতিহাসের নানা টালমাটাল ঘটনাপ্রবাহের সাথেও উঠে আসে সিরাজুল আলম খানের নাম। রাজনৈতিক দলের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না রেখেও কিভাবে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির একজন নেপথ্য নিয়ন্ত্রকে। ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিরাজুল আলম খান, যিনি পরবর্তীকালে সুপরিচিত হয়ে উঠেন রাজনীতির একজন তাত্ত্বিক হিসেবে এবং যাকে তার কর্মী বা সমর্থকরা দাদা হিসেবে সম্বোধন করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। পাকিস্তান বিরোধী সংগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বহু ঘটনার নেপথ্য নায়কদের একজন হয়েও নিজে কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হননি তিনি।

সুদানের রাজধানী খার্তুমের 'রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ কুকুরে খাচ্ছে'

খার্তুম ঃ সুদানের রাজধানী খার্তুমের দখল নিয়ে সাত সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে লড়াই চলার পর শহরের বাসিন্দারা এমন এক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন যা তারা আগে কল্পনাও করেন নি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যেসব মৃতদেহ পড়ে আছে সেগুলোর ব্যাপারে তারা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

আমি তিনজনকে তাদের নিজেদের বাড়ির ভেতরে কবর দিয়েছি, আর বাকিদের কবর দিয়েছে আমি যে রাস্তায় থাকি তার প্রবেশ মুখে, বলেন ওমর, নিরাপত্তার কারণে যার নাম আমরা বদলে দিয়েছি।

একটা কুকুর কামড়ে কামড়ে মৃতদেহ খাচ্ছে ঘরের দরজা খুলে এই দৃশ্য দেখার চেয়ে এটা ভাল ব্যবস্থা।

যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কতো মানুষ মারা গেছে এই হিসাব কেউ জানে না। কিন্তু ধারণা করা হয় এই সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি যাদের মধ্যে বহু বেসামরিক মানুষও রয়েছে।

সুদানে সামরিক বাহিনীর দুটো গ্রুপের মধ্যে এই লড়াই চলছে। নিয়মিত সেনাবাহিনী লড়ছে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ নামের একটি আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে।

এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফার যুদ্ধবিরতির পরেও রাজধানীর লোকজনের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে কবরস্থানে যাওয়া অনেক বেশি বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওমর কম করে হলেও ২০ জনকে কবর দিয়েছে।

আমার এক প্রতিবেশী তার বাড়িতে নিহত হয়েছে। আমি কিছু করতে পারিনি। তবে তার বাড়ির মেঝের সিরামিক টাইলস উঠিয়ে সেখানে একটা কবর খুঁড়ে তাকে মাটি চাপা দিয়েছি, বিবিসিকে বলেন তিনি।

রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলো গরমে পচে যাচ্ছে। আমি কী বলতে পারি? খার্তুমের কিছু কিছু এলাকা এখন কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে।

গত মাসে ওমর খার্তুমের আলইমতিদাদ এলাকায় তার বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে একটি রাস্তার পাশে চারজনের জন্য কবর খুঁড়েছিল।

ওমর বলেন আশেপাশের এলাকার এরকম আরো কয়েকজনকে তিনি চেনেন যাদেরকেও ঠিক একই কাজ করতে হয়েছে।

নিহতদের অনেককে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের কিছু এলাকায় কবর দেওয়া হয়েছে। এটা একটা তেলের স্টেশনের পাশে, সবাই এই জায়গাটা চেনে। বাকিদের কবর দেওয়া হয়েছে মোহামেদ নাগিব রোডের কাছের কিছু এলাকায়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুদানে ঠিক কতো সংখ্যক লোককে বাড়ির ভেতরে এবং বিভিন্ন বসতি এলাকায় কবর দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে তার কোনো হিসেব নেই। তবে ওমর বলছেন, এই সংখ্যা হবে কয়েক ডজন।

এরকম আরেকজন হামিদ। তার নামও আমরা বদলে দিয়েছি। হামিদের অভিজ্ঞতাও একই ধরনের।

বিবিসিকে হামিদ বলেছেন যে তিনি রাজধানী খার্তুম থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে শাম্বাত শহরে সেনাবাহিনীর তিনজন সদস্যকে কবর দিয়েছেন। সামরিক বাহিনীর একটি বিমান বিধ্বস্ত হলে তারা নিহত হন।

ঘটনাক্রমে আমি সেদিন ওই এলাকায় ছিলাম। আরো পাঁচজন লোক নিয়ে আমি মৃতদেহগুলোকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করি। তার পর সেগুলোকে এমন একটা জায়গায় দাফন করি যার পাশ ঘিরে কিছু আবাসিক ভবন।

হামিদ একজন প্রপার্টি ব্যবসায়ী যিনি ওই এলাকায় ২০ বছর ধরে বসবাস করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন এই কবর দেওয়াটা তার দায়িত্ব।

লাশগুলো আমরা কোথায় কবর দিচ্ছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বলেন তিনি।

তাদেরকে কবর দেওয়ার কাজটাই সবার আগে করতে হবে। এটা একটা দাতব্য কাজ। এসব মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে যেতে কয়েকদিন লেগে যেতে পারে এবং চোরাগোপ্তা হামলাকারীরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

আমরা সমাজকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি যাতে স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের বিপর্যয় তৈরি না হয়। এটা আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

ভালো উদ্দেশ্যে এসব মরদেহ কবর দেওয়া হলে, এই উদ্যোগ অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধাপরাধের তথ্যপ্রমাণ বিনষ্ট করে দিতে পারে, বলছেন ডক্টরস ইউনিয়নের প্রধান ড. আত্তিয়া আব্দুল্লাহ আত্তিয়া।

তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এধরনের অপেশাদার উপায়ে কবর দেওয়ার কারণে সত্য চাপা পড়ে যেতে পারে। তিনি আরো বলেন এর ফলে লোকজন কী কারণে নিহত হলো তার তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ড. আত্তিয়া বলছেন মরদেহকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলোকে যথাসময়ে ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে দাফন করতে হবে। তিনি মনে করেন লোকজনের কবর দেওয়ার পরিবর্তে এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ, রেড ক্রস এবং সুদানি রেড ক্রসের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। নিহতদের এভাবে কবর দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সমাধিস্থ করার এই প্রক্রিয়ায় সরকারি প্রতিনিধি, সরকারি আইনজীবী, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং রেড ক্রসের উপস্থিত থাকা দরকার। তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করাও জরুরি, বলেন তিনি।

যে দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে, সেখানে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা কিভাবে সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এবিষয়ে বাইরের দেশের ভূমিকা রাখা উচিত।

ওমর এবং হামিদ এই দুজন স্বেচ্ছাসেবীই বলেছেন নিহত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার আগে তারা তার মুখ এবং দেহের ছবি তুলে রাখেন। তারা মনে করেন ভবিষ্যতে তাদের পরিচয় শনাক্ত করার ব্যাপারে এসব কাজে লাগতে পারে।

তবে ড. আত্তিয়া সতর্ক করে দিয়েছেন অনিরাপদ উপায়ে মৃতদেহ কবর দেওয়ার কারণে অসুখ বিসুখও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

মৃতদেহ যদি খুব বেশি গভীরে চাপা না দেওয়া হয়, তাহলে বেওয়ারিশ কুকুর এগুলো উপরে তুলে ফেলতে পারে। এখানে কবর দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে না। মৃতদেহ যাতে কবর থেকে তোলা না যায় সেজন্য কবরের ভেতরে কঠিন বস্তু অথবা ইট দিতে হবে, বিবিসিকে তিনি বলেন। তবে হামিদ বলছেন সুদানের বেশিরভাগ মানুষই জানে মৃতদেহ কিভাবে কবর দিতে হয় মাটির অন্তত এক মিটার গভীরে। যুদ্ধের মধ্যেও নিহতদের সঠিকভাবে কবর দেওয়ার কিছু কিছু চেষ্টাও আছে। রেড ক্রসের একজন স্বেচ্ছাসেবী, যার নাম আমরা দিয়েছি আহমেদ, তিনি রাস্তা থেকে মৃতদেহ তুলে নেওয়ার কাজ করছেন।

আমি মুখ ও দেহের ছবি তুলি, লোকটি কি খুব সম্প্রতি মারা গেছে নাকি মরদেহটি পচে গেছে সেটা রেকর্ড করে রাখি এবং মৃতদেহটিকে একটি নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করি।

তিনি বলেন ভবিষ্যতে যাতে নিহত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেকটি মরদেহের ব্যাপারে আলাদা আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ড. আত্তিয়ার সমালোচনা স্বত্বেও, লোকেরা বলছেন সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামো ভেঙে পড়ার কারণে এভাবে কবর দেওয়া ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই।

সোশাল মিডিয়াতে ১১ই মে কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যাতে দেখা যায় দুজন সুদানি নারী চিকিৎসক ম্যাগডলিন এবং মাগদা ইউসেফ ঘালিকে তাদের বাগানে কবর দেওয়া হচ্ছে।

তাদের ভাই, যার নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না, এক ভিডিও কলে বিবিসিকে তিনি বলেছেন তার দুই বোনকে বাড়ির ভেতরে কবর দেওয়াই ছিল একমাত্র সমাধান।

তাদের মরদেহ প্রায় ১২ দিন ধরে পড়ে ছিল, কাঁদতে কাঁদতে বলেন তাদের ভাই।

প্রতিবেশীরা জানায় যে আমাদের বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ আসছে। তখন লোকজন বাগানে একই কবরে তাদের দুজনকে কবর দিতে এগিয়ে আসে।

রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহ সেখান থেকে তুলে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রেড ক্রস এবং সুদানি রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে কাজ করছে।

তবে যেসব দল এই কাজ করছে যুদ্ধের কারণে তাদের এসে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটছে।

লোকজন নিহতদের মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে কবর দেওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধের মধ্যে তারা নিজেরাও বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এরকম সহিংস পরিস্থিতিতে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত বলেই মনে হচ্ছে। দুই বোনের মৃত্যু এবং তাদের লাশ দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকার ঘটনা লোকজনকে প্রত্যেক দিনই তাড়া করছে।

আমার বোনদেরকে বাগানের একটি গর্তের ভেতরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তাদের যে কখনও এরকম পরিণতি হতে পারে সেটা আমি জীবনেও কল্পনা করিনি, বলেন তাদের ভাই।

'শাফা' ঃ ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে ইসলামের যে নারী প্রথম বাজার প্রশাসক পদে নিয়োগ পান

লাহোর (এজেন্সী) ঃ ওই সময়ে মক্কার শুধুমাত্র বিশ জন লোক পড়তে এবং লিখতে জানত। তাদের মধ্যে শাফা ছিলেন প্রথম নারী যিনি এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার নাম ছিল লায়লা, কিন্তু তিনি চিকিৎসার কাজে বিভিন্ন ভেষজ উপাদান এতটা কার্যকরী উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন যে, এ কারণে তিনি 'শাফা' নামে পরিচিতি পান। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের আদি গোত্রের সদস্য ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুসশামস এবং ফাতিমা বিনতে ওয়াহহাবের এই কন্যা, বিয়ে করেছিলেন হাতমাহ ইবনে হুযায়ফাকে। তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই প্রাথমিক যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেককে যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা তাকেও সহ্য করতে হয়েছে।

তখনকার দিনে, বিদ্যা শেখানো এবং শেখা, বেশিরভাগই মৌখিক উপায়ে হতো।

ইতিহাসবিদ এফসি মুরগাটান লিখেছেন যে, ওই সময়ে মক্কার শুধুমাত্র বিশ জন লোক পড়তে এবং লিখতে জানত। তাদের মধ্যে শাফা ছিলেন প্রথম নারী যিনি এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

আহমদ বিন জাবির আলবালদাউরির বই ফাতুহ আলবুলদান অনুবাদ করার সময় মার্গাটন এই তথ্যটি পান। এই অনুবাদটি 'দ অরিজিন অব ইসলাম,' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শাফা একজন ক্যালিগ্রাফারও ছিলেন। তুরস্ক থেকে প্রকাশিত 'ওমেন ক্যালিগ্রাফারস ঃ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' বই থেকে জানা যায়, তিনি ক্যালিগ্রাফিও শেখাতেন।

ইসলামের নবীর সহধর্মিণী হাফসা তাঁর কাছে ক্যালিগ্রাফি শিখেছিলেন। আবু দাউদের মতে, এই দুই নারী সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন, তবে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

আদিল সালাহি লিখেছেন, শাফা ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী নারী এবং ইসলাম গ্রহণের আগেও রোগীদের চিকিৎসা করতেন।

যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। ইসলামের নবী তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যান।

আদিল সালাহির মতে, তিনি শাফাকে বলেছিলেন কীভাবে চর্মরোগের চিকিৎসা করতে হয় তা যেন তার স্ত্রী হাফসাকে তা শিখিয়ে দেন।

এ বিউলি লিখেছেন, যে শাফা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা প্রথম দিককার মুসলমানদের মধ্যে একজন ছিল। মুহাম্মাদ বিন সাদের 'আলতাকাবাত আলকাবীর' বইয়ের অনুবাদে 'মদিনার নারী' শিরোনামে বিউলি এই তথ্য প্রকাশ করেন। মদিনায়, তাকে নবীর মসজিদ এবং বাজারের মধ্যে একটি বাড়ি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি তার ছেলে সুলাইমানের সাথে থাকতেন। ইতিহাসের বইগুলোতে, আহমদ বিন হাজার আসকালানির কথা উল্লেখ করে লেখা হয়েছে যে ইসলামের নবী প্রায়শই তার কাছে যেতেন এবং সর্বোত্তম ব্যবসায়িক অনুশীলন সম্পর্কে তার সাথে পরামর্শ করতেন। আদিল সালাহির মতে, এসব সফরে শাফা তাকে ধর্মীয় প্রশ্ন করতেন। যেহেতু তিনি মসজিদে যেতেন, তাই তিনি নিজেও একজন ভালো আলেম হয়ে ওঠেন। ইতিহাসবিদরা একমত যে, শাফা ছিলেন প্রথম দিকের ইসলামী সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত নারীদের একজন।

যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি ইসলামের নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা। নবী তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যান। জামাল এ. বাদাউই 'রোল অফ উইমেন ইন দ্য এইজ অফ দ্য প্রফেট' বইয়ে লিখেছেন যে শাফা ইসলামী আইনে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং বাজারের সরকারী পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বাজারে থাকা পণ্যের জন্য ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা তিনি নিশ্চিত করতেন। দায়িত্ব নেয়ার পর খলিফা ওমর শাফার কাছ থেকে অর্থনৈতিক নীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে নানা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মদিনার সমাজ বিকাশের সাথে সাথে মনে করা হয়েছিল যে, সেখানকার বাজার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন, যেখানে মানুষ পণ্য ক্রয়বিক্রয় করতেন। তাই শাফাকে মদিনার কাজা আলসুক (বাজার ব্যবস্থাপনা) এবং কাজা আলহাসাবা (জবাবদিহিতা) -এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

এই দায়িত্বগুলো তৎকালীন আরব বিশ্বের ঐতিহ্যগত লৈঙ্গিক ভূমিকা থেকে আলাদা ছিল। অর্থাৎ এই কাজে নারীপুরুষের বৈষম্য ছিল না।

বাজারের দায়িত্ব পাওয়ার পর শাফা মূলত নিশ্চিত করতেন যে বাজারে পণ্য লেনদেনে কোনও ধোঁকা বা প্রতারণার সুযোগ নেয়া হচ্ছে না। পণ্যের কেনাবেচা ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী হচ্ছে।

দোকানদারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যদি কোন নির্দিষ্ট লেনদেনের বৈধতা নিয়ে তাদের সন্দেহ হয় তাহলে তারা যেন সে বিষয়ে শাফার পরামর্শ নেন। বাজারের প্রশাসক হিসাবে, শাফা বৈধ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের দায়িত্বে ছিলেন। এজন্য শাফাকে ক্ষমতাধর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলেও তিনি সততার সাথে ন্যায়বিচার সম্পন্ন করেছেন। তিনি নিশ্চিত করতেন যে পণ্যের বাণিজ্য ন্যায্যভাবে হচ্ছে, পণ্যে ন্যায়সঙ্গত দাম ধরা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা নৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলো অনুসরণ করছেন।

ইভন রিডলি তার 'মুসলিম উইমেনস পার্টিসিপেশন ইন ইকোনমিক অ্যাকটিভিটিজ অ্যান অ্যাপ্রোচ' প্রবন্ধে লিখেছেন যে শাফা একজন আইনবিদ এবং বিচারক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। শাফা তার দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সফল ছিলেন। খলিফা উমর, মক্কায় সামরা বিনতে নাহিক নামে এক নারীকে বাজার নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। একজন জবাবদিহিতার বিচারক হিসেবে তিনি মানুষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসারে, শাফা ইসলামী আইন ও আইনশাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং তিনি তার ন্যায্য ও নিরপেক্ষ রায়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। সর্বস্তরের মানুষ তার কাছে ইসলামী আইন সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শের জন্য আসতেন। ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক ৮ম শতাব্দীতে লিখেছেন যে, শাফা একজন জবাবদিহিতার বিচারক হিসেবে কীভাবে ইসলামী আইন সম্পর্কে তার জ্ঞান ব্যবহার করে বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। নিকোলাস এস হপকিন্স এবং সাদুদ্দিন ইব্রাহিম সম্পাদিত 'ওমেন ইন ইসলাম ঃ রিফ্লেকশনস অন হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কনটেম্পোরারি রিসার্চ' বইতে লেখা আছে যে শাফা একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন, তিনি বাজারের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিচারক হিসেবে কাজ করতেন এবং সুষ্ঠু বাণিজ্য চর্চা নিশ্চিত করতেন।

শিফার জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ইসলামী আইন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান। তার কাছে যারা পরামর্শের জন্য আসতেন তাদের তিনি তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নির্দেশনা দিতেন।

তিনি তার সময়ের সবচেয়ে শিক্ষিত নারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। খলিফা ওমরের শাসনকালে তিনি মারা যান।

সামগ্রিকভাবে, শাফার জীবন ছিল সাহস, প্রজ্ঞা এবং ইসলামী ইতিহাসে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দলিল।

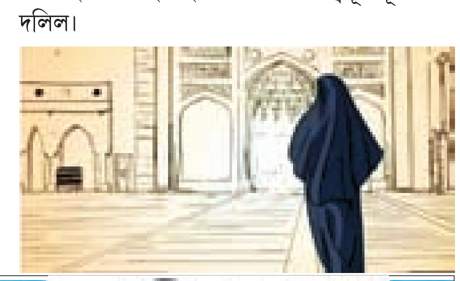

ফ্রান্সে শিশুদের ওপর এলোপাথাড়ি ছুরিকাঘাত, এক সিরীয় আটক

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ ফ্রান্সে এলোপাথাড়ি চালানো এক ছুরি হামলার শিকার বেশ কিছু শিশুর অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা যাচ্ছে।

খবরে বলা হচ্ছে এই শিশুরা অ্যানেসি শহরের এক পার্কে সকালবেলা যখন খেলছিল তখন ছুরি হাতে এক ব্যক্তি তাদের আক্রমণ করে।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে ছয়জন শিশু আহত হয়েছে এবং তাদের বয়স প্রায় তিন বছর। পুলিশ জানাচ্ছে হামলাকারী ৪৫ বছর বয়স্ক একজন সিরীয়, যে ফ্রান্সে শরণার্থী হিসাবে থাকার জন্য আবেদন করেছিল। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও আহত হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। প্যারিস থেকে বিবিসির সংবাদদাতা হিউ স্কোফিল্ড জানাচ্ছেন এই শিশুদের দেখাশোনা করেন যারা তারা সকালবেলা বাচ্চাদের বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের অ্যানেসি শহরে হ্রদের ধারের এক পার্কে।

বাচ্চারা যখন পার্কে ছিল তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি ছুরি হাতে সেখানে হাজির হয়ে তাদের ছুরি মারতে শুরু করে। কোন কোন বাচ্চা তাদের পুশচেয়ারে বাঁধা ছিল। ঘটনা ঘটে স্থানীয় সময় সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ।

বাচ্চাদের আঘাত করার পর ওই ব্যক্তি সেখান থেকে দৌড়ে পালায় এবং কাছেই হাঁটছিলেন একজন বয়স্ক মানুষ, তাকেও সে ছুরি দিয়ে আঘাত করে।

এসময় পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে থামাতে তার পায়ে গুলি করে এবং তাকে ধরে ফেলে।

দুজন শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসকরা লড়ছেন বলে জানাচ্ছে সংসবাদ সংস্থা এএফপি।

এএফপি বলছে তাদের খবর অনুযায়ী চারজন শিশুসহ মোট পাঁচজন আহত হয়েছে।

আহতের সংখ্যা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। এর আগে রয়টার্স বার্তা সংস্থা জানায় সঙ্কটজনক ভাবে আহত তিনজনই শিশু।

ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে আটক ব্যক্তি পুলিশের কাছে নিজেকে সিরীয় শরণার্থী হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্সের পুলিশ জানাচ্ছে সন্দেহভাজন আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংসতার বা কোন ইসলামী গোষ্ঠির সাথে সংশ্লিষ্টতার কোন রেকর্ড তাদের কাছে নেই। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে ধর্ম কোনভাবে কাজ করেছে সে প্রশ্ন অনেকেই তুলছে। তবে এধরনের কোন যোগাযোগ বা কারণ এখনও জানা যায়নি। ফ্রান্সে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করে যে কৌঁসুলি বিভাগ তাদের এখনও পর্যন্ত তদন্তের কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ থেকে মনে হয় কর্তৃপক্ষ এখনও এই ঘটনাকে ইসলামী কোন গোষ্ঠীর উগ্রবাদী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত কোন কাজ বলে মনে করছে না। এই খবর আসার পরপরই ফ্রান্সের সংসদে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি পার্লামেন্টের স্পিকার ইয়ায়েল ব্রনপিভেকে উদ্ধৃত করে বলেছে তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলার সময় সদস্যদের বলেন ঃ এই ঘটনায় শিশুরা সঙ্কটজনকভাবে আহত হয়েছে। তাদের জন্য এবং তাদের পরিবারগুলোর জন্য সংসদে সবাইকে আমি এক মিনিটের নীরবতা পালনের অনুরোধ করছি।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্ন ঘটনাস্থলে গেছেন।

দেশটির প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ এক টুইটবার্তায় এই হামলার ঘটনাকে কাপুরষোচিত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন এই ঘটনায় সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত।